ADB

বাংলাদেশের নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প

কমিউনিটি-পরিচালিত উন্নয়ন কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়

Asian Development Bank

সূচি

iii শব্দ সংক্ষেপ

iv কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১ ভূমিকা

১ সাধারণ ভূমিকা

২ নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা
৬ ইউজিআইআইপি´র পটভূমি

৮ ইউজিআইআইপি´র পারফরমেন্স-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ কৌশল

৮ ইউজিআইআইপি শুরুর আগে *পৌরসভাগুলোর* অবস্থা
১১ পারফরমেন্স-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ কৌশল
১৫ ইউজিআইআইপি-২´র সহায়তাপ্রাপ্ত *পৌরসভাগুলিতে* উন্নত অবস্থা

২৪ ইউজিআইআইপি-তে নাগরিক অংশগ্রহণ

২৪ জনগণের অংশগ্রহণের বিকাশমান ধারণা
২৬ ইউজিআইআইপি-তে নাগরিক অংশগ্রহণ

৩২ নীতিমালা সংস্কার ও ইউজিআইআইপি

৩২ ইউজিআইআইপি´র আগে *পৌরসভা* পরিচালন ব্যবস্থার নীতিমালার পটভূমি
৩৪ ইউজিআইআইপি´র বৃহত্তর প্রভাব

৩৬ লব্ধ শিক্ষা

৩৯ সমাপ্তি মন্তব্য

শব্দ সংক্ষেপ

এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
সিবিও	কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন
সিডিডি	কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন
এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
ইউজিআইএপি	নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা
ইউজিআইআইপি	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প
টিএলসিসি	শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি
ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি

© এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।
এই প্রকাশনায় বিবৃত দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিজস্ব এবং সেগুলো মোটেই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এর পরিচালকমন্ডলী বা যে সরকারসমূহের তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন এদের কারো নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায় না। এখানে উল্লেখিত বিবরণগুলো উদাহরণস্বরূপ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো প্রকল্পের সমন্বিত ফলাফলের প্রতিনিধিত্ব করে না।

এডিবি এই প্রকাশনায় সন্নিবেশিত উপাত্তসমূহের যথার্থতার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিচ্ছে না এবং এগুলো ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

এই প্রকাশনায় সুনির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা ভৌগলিক এলাকার নাম ব্যবহার বা উল্লেখের মাধ্যমে বা "দেশ" শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এডিবির পক্ষ থেকে কোনো ভৌগোলিক স্বত্ত্বার আইনগত বা অন্য কোনো মর্যাদা সম্পর্কে কোনো মতামত দেয়া হয়নি।

এডিবিকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে একান্তভাবে ব্যক্তিগত বা অবাণিজ্যিক ব্যবহারে এ প্রকাশনার তথ্য মুদ্রণ বা এর অনুলিপি করাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যারা এ প্রকাশনার তথ্যাদি ব্যবহার করবেন তারা এডিবি´র লিখিত অনুমতি ছাড়া এসব তথ্যাদির বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পুনর্বিক্রয়, পুনর্বণ্টন বা উপজাত রচনা তৈরির কাজ করতে পারবেন না।

টীকা: এই প্রকাশনায় $ বলতে মার্কিন ডলার বোঝাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)´র ´এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞান অন্যদের জানানো´ নামক আঞ্চলিক দক্ষতা উন্নয়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (আরইটিএ ৭৫৪৩) আওতায় ´বাংলাদেশের নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প: কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা বিনিময়´ শিরোনামের এই পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও জনগণকে সেবা দিতে স্থানীয় প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণের মধ্যে দিয়ে এই প্রকল্প অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করছে।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে এডিবির অংশীদারিত্বের ফলেই আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তার প্রকল্প কর্মকর্তা ইউকিকো ইতোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই পুস্তিকাটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডির কর্মকর্তা মোঃ নুরুল্লাহ ও শফিকুল ইসলাম আকন্দের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর নির্দিষ্ট কিছু *পৌরসভায়* ফিল্ডওয়ার্ক সমন্বয় ও সহযোগিতা করেছেন এবং এই পুস্তিকাটির আগের একটি সংস্করণের খসড়া তৈরিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দিয়েছেন। এডিবি কর্মকর্তা (মোঃ রফিকুল ইসলাম, গোবিন্দ বর, ও মোঃ শহিদুল আলম) এবং পরামর্শকগন (রাউল গনজালেজ, ফরিদ হোসেন, ও রোয়েনা মান্টারিং) এই পুস্তিকা তৈরিতে পরামর্শ দিয়েছেন, খসড়া তৈরি করেছেন, এবং চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। ছবি সরবরাহ করেছেন আবীর আব্দুল্লাহ, এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করেছেন যোসেফ ইলুমিন। টেরি টেম্পল ও মেরি অ্যান অ্যাসিকো পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। এই পুস্তিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন প্রিন্সেস লুবাগ।

এই পুস্তিকার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া *পৌরসভার* সেইসব নেতৃবৃন্দ ও অধিবাসীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা যারা *পৌরসভার* অবস্থা ও তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এই প্রকল্প কীভাবে অবদান রেখেছে তা জানিয়েছেন। পরিশেষে, বাংলাদেশে ইউজিআইআইপি মডেলটি চালু করার জন্য হুন কিম এবং ইউজিআইআইপি-২ এর প্রস্তুতিতে নেতৃত্ব দেয়া মাসায়ুকি তাচিরির অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা। এই প্রকল্পের সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সহায়তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

সাধারণ ভূমিকা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তা ও অর্থায়নে পরিচালিত ´নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প´ নামক একটি নগর উন্নয়ন প্রকল্প কীভাবে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট কিছু *পৌরসভাতে* আমূল পরিবর্তন আনছে এই পুস্তিকায় তার বিবরণ জানা যাবে। প্রকল্পটি কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জনগণকে কাঙ্খিত পৌর সেবা দিতে *পৌরসভা* প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

ইউজিআইআইপি-১ নামক প্রথম প্রকল্পটি ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। আর ইউজিআইআইপি-২ নামের দ্বিতীয় প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০৯ সালে এবং ২০১৪ সালে এটি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

ইউজিআইআইপি-১ ও ইউজিআইআইপি-২, দু´টি প্রকল্পই বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), যেটি কিনা *পৌরসভাসহ* সকল পল্লী ও নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সংস্থা। এলজিইডি উক্ত মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিনস্ত একটি ইউনিট। *পৌরসভা* এলাকার রাস্তা, ড্রেন, কঠিন বর্জ্য ও বাজারসহ সিটি কর্পোরেশনগুলোর কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে এলজিইডি-ই মন্ত্রণালয়ের মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এলজিইডি গত তিন দশকে দাতাদের সহায়তাপ্রাপ্ত ও বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পগুলোর অনেকগুলো বাস্তবায়ন করেছে এবং কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থা ও পদ্ধতি রয়েছে এলজিইডির। বর্তমানে এটিই বৃহত্তম জাতীয় সংস্থা যেটি *পৌরসভাগুলোতে* অবকাঠামোর জন্য অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে এর আগে বাস্তবায়ন করা নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলি থেকে ইউজিআইআইপি-১ ও ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প দুটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন ধরণের। প্রকল্পগুলি (১) সুশাসনকে এগিয়ে নিতে কাজ করে; (২) নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহে এবং মানুষকে, বিশেষ করে দরিদ্রদের, আরো ভালভাবে সেবা প্রদানে *পৌরসভাগুলির* সক্ষমতা তৈরি করে; এবং (৩) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নজরদারির জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করা সংগঠনগুলির মাধ্যমে কমিউনিটিগুলোকে একত্র করতে *পৌরসভাকে* সাহায্য করে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোতে একটি ব্যাপারে মিল রয়েছে: সবগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে কমিউনিটিগুলোকে।

নির্বাচিত *পৌরসভাগুলো* জানে যে, যদি তারা তাদেরকে দেয়া উন্নততর নগর পরিচালনা ও তাদের নিজেদের দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে তাহলেই শুধু তারা এই প্রকল্পের অধীনে উন্নয়ন তহবিল পাবে। ইউজিআইআইপি প্রকল্পের টাকা কোন দানের বিষয় নয়, বরং এটি কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। ভাল ফল পাওয়ার চাবিকাঠি হলো নগর ও শহরের উন্নয়নে স্থানীয় কমিউনিটি এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

এই পুস্তিকায় থাকবে চিহ্নিত *পৌরসভাগুলোকে* দেয়া কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য, তাদের কাজ থেকে পাওয়া শিক্ষা, সরকারের নগর উন্নয়ন নীতিমালায় এর প্রভাব, এবং `উন্নয়ন জনগনের জন্য এবং জনগনের দ্বারা হওয়া´ এই উদ্দীপনা জাগানো ধারণার ফলে সৃষ্ট কর্মস্পৃহাকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ।

এই প্রকল্পের দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ডের ফলে যেসব মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে তাদের কথাও থাকবে এই পুস্তিকায়। কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব কার্যকরভাবে আদায়ের মাধ্যমে ইউজিআইআইপি-১ ও ইউজিআইআইপি-২´র পৌরসভাগুলো তাদের নিজেদের সম্পদ সংগ্রহ করতে পেরেছে। কমিউনিটির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আরো বেশি সংবেদনশীল হয়ে এই নতুন বাড়তি রাজস্বের একটি বড় অংশ তারা বস্তিতে বাস করা মানুষসহ দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করে এবং এর জন্য তারা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের জন্য চাকরির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এই পুস্তিকায় আরো বর্ণনা করা হয়েছে নগর উন্নয়নের এই নতুন ধারণা কীভাবে নাগরিক ও তাদের নির্বাচিত *পৌরসভা* কাউন্সিলের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করছে। *পৌরসভা* বা স্থানীয় সরকার যখন আরো উন্নত সেবা দেয়, নাগরিকরা এতে উৎসাহিত হয়ে অধিকতর উন্নত সেবার দাবি নিয়ে তাদের কাছে আসে।

পরিশেষে, এই পুস্তিকায় আরো বর্ণনা করা হয়েছে যেসব *পৌরসভা* এই প্রকল্পের জন্য মনোনিত হয়নি সেগুলো কীভাবে মনোনিত *পৌরসভাগুলোকে* পরিকল্পিত ও জবাবদিহিতামূলক নগরায়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করে। ইউজিআইআইপি-২´র প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম আকন্দের কথায়, ``ইউজিআইআইপি-২ এখন তার নির্ধারিত প্রকল্প সময়কালের কেবলমাত্র অর্ধেক পথ পেরিয়েছে। তারপরও আমরা প্রকল্পে অংশ নেয়া *পৌরসভাগুলোতে* সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিউনিটির অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা, নাগরিকদের আরো উন্নত সেবাপ্রদান, বিশেষ করে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আমরা আশাবাদী যে, ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই *পৌরসভাগুলি* অন্য সব *পৌরসভার* জন্য শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং টেকসই নগর উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।´´

নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা

বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন খাতে এডিবির সম্পৃক্ততার ইতিহাস অনেক দিনের। ইউজিআইআইপি´র আগে এডিবি মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নামে দুটি প্রকল্পে সহায়তা দেয় যেগুলি ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশটির ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩২টি জেলায় *পৌরসভা* অবকাঠামোর উন্নতিকরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

২০০৩ সালে শুরু হয়ে ২০১০ সাল পর্যন্ত সাত বছর ধরে বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-১ প্রকল্পের অধীনে ২২-৩০টি *পৌরসভায়* মোট ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাজ হয়েছিল। এডিবি এই অর্থের মধ্যে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট খরচের ৬৯ শতাংশ) সরবরাহ করেছে এবং বাকিটা দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার (২২.৮ মিলিয়ন ডলার, ২৬.১ শতাংশ), *পৌরসভাসমূহ* (৩.৯ মিলিয়ন ডলার, ৪.৫ শতাংশ) এবং কমিউনিটির উপকারভোগী মানুষ (০.৩ মিলিয়ন ডলার, ০.৪ শতাংশ)।

২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ইউজিআইআইপি-২ একইরকম সময় অর্থাৎ ছয় বছর ধরে চলবে যার প্রাক্কলিত মুল্য প্রায় ১৬৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা কিনা ইউজিআইআইপি-১ এর দ্বিগুণ) এবং ২০১৪ সালে শেষ হবে। ইউজিআইআইপি-২ এর মূল দাতা হিসেবে এডিবি ৮৭ মিলিয়ন ডলার (মোট ব্যয়ের ৫১.৬ শতাংশ) সরবরাহ করবে আর দুই জার্মান দাতা সংস্থা – কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড – দেবে যথাক্রমে ৩৬.১ মিলিয়ন ডলার (২১.৬ শতাংশ) এবং ৪.৭ মিলিয়ন ডলার (২.৮ শতাংশ)। ইউজিআইআইপি-২ তে বাংলাদেশ সরকার ৩১.৭ মিলিয়ন ডলার (১৮.৯ শতাংশ) বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে *পৌরসভা* স্থানীয় সরকার ৭.৩ মিলিয়ন ডলার (৪.৪ শতাংশ) এবং কমিউনিটির উপকারভোগী নাগরিকরা ০.৭ মিলিয়ন ডলার (০.৪ শতাংশ) দিচ্ছেন। দেশের সাতটি বিভাগের ৩৫টি *পৌরসভাকে* প্রকল্পের প্রথম ধাপে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং তারা সফলভাবে ইউজিআইআইপি-২ এর দ্বিতীয় ধাপের জন্য উত্তীর্ণ হয়েছে।

দুটি প্রকল্পকেই নগর উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখা হয়, যা কিনা কমিউনিটির মানুষের নিজেদের দ্বারা চিহ্নিত ও নকশাকৃত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, নজরদারি ও বাস্তবায়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই স্থায়িত্ব, সুশাসন, জবাবদিহিতা, ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

এলজিইডি´র প্রধান প্রকৌশলী মো. ওয়াহিদুর রহমানের মতে,

> ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে এলজিইডি ক্রমাগত এডিবির নগর উন্নয়ন খাতের সহায়তা প্রকল্প পেয়ে এসেছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিনিয়োগের মূলনীতি থেকে সরে এসে পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে নেওয়া উদ্যোগের পরই বাংলাদেশ সরকারের নগর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ইউজিআইআইপি-১ প্রকল্পেই প্রথম অবকাঠামোতে বিনিয়োগের সঙ্গে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সক্ষমতা উন্নয়নকে সম্পর্কিত করে কাজ শুরু করা হয় এবং এটি বর্তমানে চলমান ইউজিআইআইপি-২-এর মাধ্যমে একটি নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়।

অন্যান্য *পৌরসভাগুলোও* কার্যসম্পাদনের উপর ভিত্তি করে নেওয়া ইউজিআইআইপি-১ ও ২-এর এই কার্যপদ্ধতিকে প্রশংসা করেছে এবং তারা এখন এটা পরিষ্কারভাবে জানে কীভাবে এই প্রকল্পের কৌশল তাদের কাজকে টেকসই করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। আমরা অন্যান্য *পৌরসভা* থেকে কমপক্ষে ১০০টি আবেদন পেয়েছি যারা ইউজিআইআইপি-২ এর তৃতীয় ধাপে অন্তর্ভূক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যতেও এডিবি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এই কার্যকৌশল চালিয়ে যেতে চায়।

ইউজিআইআইপি-২-এর লক্ষ্য হলো মাঝারী (মধ্যম ও ছোট) পর্যায়ের শহরগুলোতে মানব উন্নয়ন ও ভাল নগর পরিচালন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়া এবং ভাল ও সুষম নগর উন্নয়নে সহায়তা করা।

এই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে ইউজিআইআইপি-২-এর দুটি কর্মপরিকল্পনা রয়েছে: (১) অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়ানোর জন্য, এবং পরিবেশের অবনতি, দারিদ্র্য, ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর জন্য নগর অবকাঠামো তৈরি ও তার উন্নয়ন; এবং (২) *পৌরসভা* ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদানে *পৌরসভাগুলোর* সক্ষমতা বৃদ্ধি।

ইউজিআইআইপি-২-এর তিনটি উপাদানের মাধ্যমে এই দুটি লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে:

- **নগর অবকাঠামো উন্নয়ন**-যার আওতায় নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির উন্নয়ন বা বৃদ্ধি বোঝানো হয়: রাস্তা ও সেতু, বৃষ্টির পানি নিষ্কাষণের জন্য ড্রেন, কম খরচের স্যানিটেশন ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, *পৌরসভার* সুবিধাদি (যেমন, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল, কাঁচাবাজার, ও কসাইখানা), এবং বস্তির উন্নয়ন।

- **নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন**-এর মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত ছয়টি মূল বিষয়ে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) এর বাস্তবায়নঃ (১) নাগরিক সচেতনতা ও তাঁদের অংশগ্রহণ, (২) নগর পরিকল্পনা, (৩) নারীদের অংশগ্রহণ, (৪) নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একীভূতকরণ, (৫) আর্থিক জবাবদিহিতা ও টেকসই হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা, এবং (৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা। এই ছয়টির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে *পৌরসভাগুলিকে* একটি পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত কার্যসম্পাদন লক্ষ্য অর্জন করতে হবে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন করা হবে।

- পরিশেষে, **সক্ষমতা আনয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার** মধ্যে

রয়েছে (১) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বিস্তারিত প্রকৌশল নকশা, নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান, কমিউনিটিভিত্তিক কাজের জন্য এনজিও সহযোগিতা, এবং কমিউনিটির মানুষদেরকে একত্র করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা, এবং (২) সফলভাবে ইউজিআইএপি বাস্তবায়নে *পৌরসভাগুলোকে* সহায়তা করতে তাদের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আনয়নের কার্যপরিকল্পনা, যাতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে (ক) *পৌরসভার* চেয়ারপারসন ও ওয়ার্ড কমিশনারদের জন্য একটি পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান; (খ) নারী ওয়ার্ড কমিশনারদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি কর্মপরিকল্পনা; (গ) এই পরিকল্পনার অধীনে কমিউনিটিভিত্তিক কাজগুলি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সচিব, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের জন্য প্রশিক্ষণ; (ঘ) পৌরকর নথিপত্র এবং বিল-এর কম্পিউটারাইজেশন; (ঙ) হিসাব ব্যবস্থাপনার কম্পিউটারাইজেশন; (চ) অবকাঠামো তালিকার মূল্যায়ন ও ম্যাপিং; এবং (ছ) বিকেন্দ্রিত শহরায়ণ পরিকল্পনার প্রশিক্ষণ।

দুই প্রকল্পের মূল নকশা একইরকম হলেও ইউজিআইআইপি-১ বাস্তবায়নের সময় নীতিনির্ধারকরা যে শিক্ষা লাভ করেছেন ইউজিআইআইপি-২এর কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যতে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

ইউজিআইআইপি-১ এর অধীনে প্রথমবার বরাদ্দ পাওয়ার জন্য *পৌরসভাগুলোকে* পরিচালন ব্যবস্থায় ন্যূনতম উন্নতির লক্ষ্য পূরণের মতন কোনো শর্ত ছিল না। এর ফলে অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতির মধ্যে কোনো জোরালো সম্পর্ক ছিল না (যেমন, প্রথমবার তহবিল বরাদ্দের সময় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রতিবারই জোরালো প্রচেষ্টা নিতে দেখা যায়নি)। প্রত্যেক ধাপের একেবারে শেষে *পৌরসভার* পারফরমেন্স মূল্যায়নের ব্যাপারটি এসেছে, যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

এর ঠিক উল্টোভাবে, ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী *পৌরসভাকে* পরিচালন ব্যবস্থায় ন্যূনতম উন্নতির একটি লক্ষ্য পূরণ করতে হয়, যাতে অন্তর্ভূক্ত আছে একটি *পৌরসভা* উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রনয়ন। এটি এমনকি প্রথমবার তহবিল বরাদ্দের জন্যও প্রযোজ্য। আর এভাবে পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতি ও অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারগুলি আরো সংহত ভাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়। উপরন্তু, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রতি তিন মাস অন্তর সংস্কারের, বিশেষ করে পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের, অগ্রগতি পরিবীক্ষন করা হয়।

ইউজিআইআইপি´র পটভূমি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি [১], যার চার ভাগের এক ভাগেরও উপর (৪.৩ কোটি) মানুষ বাস করে নগর এলাকায়। ১৯৫১ সালে দেশটি মূলত ছিল কৃষি ও গ্রাম নির্ভর যখন নগরে বাস করা মানুষের হার ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ। পরবর্তী দুই দশকে নগরের মানুষের সংখ্যা পরিমিত হারে বৃদ্ধি পেয়ে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশে পৌঁছে। তবে এটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরে দ্রুত বেড়ে ১৯৯১ সালে ১৯ শতাংশে, ২০০৫ সালে ২৬ শতাংশে, এবং ২০১১ সালে ২৮ শতাংশে পৌঁছে।[২]

প্রায় ২৮ শতাংশ নগরায়নের অনুপাত যদিও অপেক্ষাকৃত কম, নগরে বসবাসরত মানুষের বৃদ্ধির হার বেশ ভাল। বর্তমানে নগরে বসবাসরত মানুষের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ, যা কিনা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার, অর্থাৎ ১.১ শতাংশের দ্বিগুণেরও বেশি। দেশে নগরে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও এই নগরবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্ধিষ্ণু থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বর্তমান হারে বাড়তে থাকলে দেশের নগরে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ২০৩৫ সালে ৭৯ মিলিয়ন বা মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশে (ফুটনোট ২) পৌছাবে। নগরায়ন দ্রুত হওয়ার কারণগুলো হলো: (১) নগরের মানুষের প্রকৃতিগত অধিক বৃদ্ধি, (২) নগর এলাকার আঞ্চলিক বিস্তৃতি, এবং (৩) গ্রাম থেকে নগরে মানুষের স্থানান্তর।

আবীর আবদুল্লাহ

নারায়নগঞ্জ মহানগরের একটি অংশ, যেটি ইউজিআইআইপি শুরুর সময় একটি *পৌরসভা* ছিল।

বাংলাদেশে প্রশাসনিকভাবে ৫৩২টি নগর এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি হলো সিটি করপোরেশন এবং ৩১৬ টি *পৌরসভা*। নির্বাচিত *পৌরসভা* কাউন্সিল এই *পৌরসভাগুলি* পরিচালনা করে এবং এগুলো আবার ক, খ, ও গ ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।[৩] নগরের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ বাস করেন সিটি করপোরেশনগুলোতে এবং বাকি ৪০ শতাংশ মানুষ থাকেন *পৌরসভাগুলোতে*। দেশের মোট ১৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে নগর এলাকাগুলো মাত্র ১০,৬০০ বর্গকিলোমিটার (৭ শতাংশ) এলাকা জুড়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায় নগর এলাকাগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব। ২০১১ সালে এ ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪,০২৮ জন (যেখানে পল্লী এলাকায় এটি মাত্র ৭৯০ জন)।

---

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০১১। আদমশুমারি ও গৃহ গণনা। ঢাকা।

[২] জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক অধিদপ্তর। ২০১১। *বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনা: ২০১০ পরিমার্জন* ও *বিশ্ব নগরায়ন সম্ভাবনা: ২০১১ পরিমার্জন*। নিউ ইয়র্ক।

[৩] গত ৩ বছরের আদায়কৃত রাজস্বের উপর ভিত্তি করে *পৌরসভার* শ্রেণীবিভাজন করা হয়। ক শ্রেণীর *পৌরসভার* বার্ষিক আয় ৬ মিলিয়ন টাকার উপরে, খ শ্রেণীর ২.৫ মিলিয়ন থেকে ৬ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত, এবং গ শ্রেণীর ১ মিলিয়ন থেকে ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত।

নগরায়ন জাতীয় অর্থনীতিতেও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ১৯৭৩ সালে জাতীয় জিডিপিতে নগর অর্থনীতির অবদান যেখানে ছিল ২৬ শতাংশ, ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ শতাংশে। বর্তমানে জিডিপিতে নগরের অবদান প্রায় ৫০ শতাংশ, যা কিনা গত দুই দশকে দেশের অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তনের একটি বড় উদাহরণ।

২০১০ সালে আয় দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে বলে জানায় বাংলাদেশ। ১৯৯২ সালে এই হার ছিল ৫৯ শতাংশ এবং ২০১০ সালে তা ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে, যা কিনা বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসের সবচেয়ে দ্রুত হারগুলির মধ্যে একটি। ২০১০ সালে নগর দারিদ্র্য ৪৫ শতাংশ থেকে ২১.৩ শতাংশে নেমে আসে।[৪] আর দারিদ্র্যের এই ব্যাপক হ্রাসের কারণে ২০০৫ সালে নগরের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যেখানে ছিল ১০ মিলিয়ন সেটি ২০১০ সালে নেমে দাঁড়ায় ৯ মিলিয়নে। তবে এই হ্রাস সত্ত্বেও আয়ভিত্তিক নয় এমন দারিদ্র্য নগরের জন্য একটি সমস্যা হিসেবে রয়েই গেছে, বিশেষ করে সেইসব বস্তিতে যেখানে মৌলিক সেবা ও অবকাঠামোর অভাব রয়েছে।

নগর এলাকায় উচ্চ আয়ের ভারসাম্যহীনতা এবং বেশ কিছু স্থানীয় ও আর্থসামাজিক কারণ কিছু কিছু শ্রেণীর মানুষের জন্য বেশ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, ২০০৫ সালের এডিবির একটি গবেষণায় জানা যায়, নগরে বসবাসরত নারী নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলোতে দারিদ্রের হার নগরের গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে ১৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। আবার বস্তিতে বাস করে এমন পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৩৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। দ্রুত বর্ধনশীল নগর জনসংখ্যার কারণে বস্তিতে বাসস্থান, স্যানিটেশনের সুবিধাদি, জনস্বাস্থ্য, ও শিক্ষার মতো নাগরিক সেবার অপ্রতুলতার ফলে নগর এলাকায় উচ্চ আয়ের ভারসাম্যহীনতা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীনতার দুষ্টচক্র সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব আরো বেড়ে যায়।

এডিবি ফটো গ্যালারি

২০১০ সালে নগর এলাকায় আয় দারিদ্র্য কমে ২১.৩ শতাংশে পৌঁছে, কিন্তু এসব এলাকায় আয়-সংশ্লিষ্ট নয় এমন দারিদ্র্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

[৪] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০১১। *খানা আয় ও ব্যয়ের জরিপের প্রতিবেদন ২০১০*। ঢাকা।

ইউজিআইআইপি´র পারফরমেন্স-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ কৌশল

ইউজিআইআইপি শুরুর আগে *পৌরসভাগুলোর* অবস্থা

বাংলাদেশে নগরায়নের ফলে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগর সম্প্রসারণ হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে অবকাঠামোর চূড়ান্ত অভাব, অপ্রতুল বাসস্থান ও পরিবহন, অপর্যাপ্ত খাবার পানি, এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব সৃষ্টি হয়েছে।

নগরের বাসিন্দারা, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, মৌলিক নগর অবকাঠামো ও সেবা ঠিকভাবে পায় না। যেখানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ পানি ব্যবহারের সুযোগ পায় সেখানে নগরের মাত্র ৩০ ভাগ পরিবার ট্যাপের পানি পান করে এবং ২০ ভাগেরও কম পরিবারের বাড়িতে নিজস্ব পানির সংযোগ আছে।

পৌরসভা ও নির্বাচিত কাউন্সিলগুলোকে যে সকল মূল সেবা প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিম্নলিখিত সেবাগুলো দিতে তারা হিমশিম খাচ্ছেঃ

- বিশুদ্ধ পানির সংস্থান ও সরবরাহ;
- রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- রাস্তার বাতি লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন;
- নাগরিকত্ব ও পারিবারিক সনদ সরবরাহ করা;

এডিবি ফটো গ্যালারি

একজন নারী পানি সরবরাহ ট্রাক থেকে পানি সংগ্রহ করছেন।

- কবরস্থান ও দাহকর্মের সংস্থান ও নির্মাণ;
- রাস্তায় পানির পাইপ লাইন স্থাপন;
- গাছ লাগানো;
- মশা নিধন;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও স্কুল পরিচালনা;
- জনগণের জন্য বাজার ও শৌচাগার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ট্রেড লাইসেন্স সরবরাহ;
- বস্তি, বাস স্টেশন, ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার রক্ষণাবেক্ষণ;
- টিকাদান কর্মসূচির ব্যবস্থা করা;
- সম্পদ-কর সংগ্রহ করা;
- ভবন, দোকান ও পার্কের নির্মাণকাজ তদারকী; এবং
- যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও গাড়ির নিবন্ধন।

তবে *পৌরসভাগুলোর* পারফরমেন্স কোনোভাবেই সন্তোষজনক নয়। এইসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব সম্পদের তীব্র ঘাটতি রয়েছে, যা এদেরকে সরকারের জাতীয় বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। শুধু অর্থ ও সম্পদের অভাবই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যেরও অভাব রয়েছে। কর আদায়ের সাফল্য নগন্য, কারণ কর আদায়ের জন্য যথেষ্টসংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি এবং যারা দায়িত্ব পান তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। আর এর ফলে অনেকেই করের আওতার বাইরে রয়ে যান। এমনকি যারা সময়মতো কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তারাও কর-খেলাপী হয়ে যান শুধুমাত্র এই কারণে যে, কোনো সরকারি কর্মকর্তা তাদেরকে এই কর শোধ করার জন্য কিছু বলেননি।

করদাতাদের কম্পিউটারাইজড্ কোনো ডাটাবেজ না থাকার কারণে কিছু অসৎ কর সংগ্রহকারী সরকারি কর্মকর্তা পৌর তহবিলে সংগৃহিত কর জমা দেওয়া ও তা ক্যাশ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে বিলম্ব করেন। এই অভ্যাসের ফলে কর্মচারীরা দিনের পর দিন ঐ টাকা আটকে রেখে তা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় খাটানোর সুযোগ পান।

নগর সেবাদানে *পৌরসভার* সাফল্যও খুব বেশি নয়। রাস্তার অভাব ও দুর্বল যানবাহন ব্যবস্থাপনার কারণে *পৌরসভাগুলোতে* যানজট একটি নিয়মিত চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাসাবাড়ির জন্য সুশৃঙ্খল কোনো বর্জ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা নেই। ফলে বর্জ্য সংগ্রহের গতি খুবই ধীর। আর অনেক জায়গায় বর্জ্য ফেলার পাত্র না থাকায় মানুষ রাস্তাতেই দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য ফেলে দেয় এবং সেগুলো সেখানে দিনের পর দিন অসংগৃহীত অবস্থায় পড়ে থাকে। রাস্তার ফুটপাথে বসা দোকানিদের ফেলে যাওয়া ময়লা-আবর্জনার কারণে ফুটপাথ ও রাস্তা প্রায়শই ময়লা হয়ে থাকে।

বাতির অভাবে অনেক রাস্তাই রাতের বেলা অন্ধকার হয়ে থাকে। এতে করে রাস্তা ও গলিগুলো ছিনতাইকারীদের স্বর্গে পরিণত হয়। বিড়ম্বনার ব্যাপার হল, এসব রাস্তার অনেকগুলোতেই কোনো কোনো সময় দিনের বেলা বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়, যখন কৃত্রিম আলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এরকম অপচয় প্রায়শই *পৌরসভার* কর্মচারী ও কমিউনিটির মানুষেরও চোখ এড়িয়ে যায়।

পৌরসভাগুলোর স্যানিটেশন ব্যবস্থাও দুর্বল। ইউজিআইআইপি অনুসারে, নগরের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ নাই, এবং পায়খানার অভাবে বস্তির ৪০ শতাংশ মানুষ খোলা আকাশের নিচে মলত্যাগ করেন। বেশিরভাগ *পৌরসভাতেই* পয়ঃনিষ্কাশন লাইন নাই এবং অনেক বসবাসকারীর-ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নাই।

সাধারণত চাকরি ও ভাল জীবনের জন্য শহরে চলে আসা গরীব মানুষদের শেষ পর্যন্ত স্থান হয় বস্তিতে, যেখানে নাগরিক সুবিধাগুলোর কার্যত কোন অস্তিত্বই নেই। চাকরি এবং আরো ভাল থাকার স্বপ্ন গরীব গ্রামগুলো থেকে দরিদ্র মানুষদের ছোট-বড় শহরে চলে আসতে আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেখানে একবার পৌঁছে গেলে তারা বুঝতে পারেন তাদের জীবনমানে আসলে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেকের জন্য এটি কড়াই থেকে উনুনে লাফ দেয়ার মতো একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ইউজিআইআইপি চিহ্নিত করেছে যে, তহবিলের অভাবের চেয়ে বড় যে দুটি কারণে *পৌরসভাগুলো* কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করতে পারছে না সেগুলো হলো: নগর পরিচালনায় দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় কমিউনিটির অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ।

যুগের পর যুগ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় কর্মকর্তারাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কমিউনিটির জন্য কোনটা ভাল হবে। কমিউনিটির সদস্যরা নিজেরা কী চান এবং তাঁদের কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য কী কী কাজ আগে করা প্রয়োজন এটা কখনই তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়নি। *পৌরসভার* হাতে নেয়া প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটিগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনের দিনই *পৌরসভা* কাউন্সিলগুলোর সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়াকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হত। পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নির্বাচিত

এলজিইডি

ঝালকাঠি *পৌরসভায়* সিবিও সদস্যরা একটি সচেতনতা সৃষ্টিমূলক সভা করছেন।

প্রতিনিধিদের ভোটারদের সমস্যার কথা শোনানোর জন্য খুঁজে পাওয়া যেত না। কমিউনিটিবাসী ও তাদের সন্তানদের জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কমিউনিটির সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এর ফলে *পৌরসভার* কোনো কাজে স্বচ্ছতা থাকে না।

এই প্রেক্ষিতে *পৌরসভাগুলো* যাতে নাগরিকদের আরো ভাল সেবা প্রদান করতে পারে সেজন্য *পৌরসভার* কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং তাতে কমিউনিটির অংশগ্রহণ মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে।

পারফরমেন্স-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ কৌশল

গত দশকগুলোতে বেশ ভাল পরিমাণ সরকারি বরাদ্দ ও বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্তি সত্ত্বেও সুশাসন, দক্ষতা, ও সেবাপ্রদানের সাফল্য বিবেচনায় *পৌরসভাগুলোর* পারফরমেন্সে খুব কমই পরিবর্তন এসেছে। নীতি-নির্ধারক, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বিদেশি দাতারা এজন্য সমগ্র নগর উন্নয়ন কৌশল, বিশেষ করে *পৌরসভার* উন্নয়ন কৌশলের বিষয়টি, নগর খাতে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও পুনরায় নতুন করে পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন।

আগের ব্যর্থতা থেকে নীতি-নির্ধারকরা এটা বুঝতে পেরেছেন যে, উপর-থেকে-নিচ এই পন্থা খুব স্বাভাবিক কারণেই ভাল কাজ দেয় না, কারণ এতে সেবা প্রদানকারীদের থেকে কমিউনিটিকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। যেটা করা দরকার সেটা হলো নিচ-থেকে-উপর পদ্ধতি। এতে কমিউনিটির সদস্যরা একত্র হয়ে তাদের প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন এবং তাদের জন্য কী ভাল হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ইউজিআইআইপির সফল বাস্তবায়নের জন্য এটিই মুখ্য নীতি হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ইউজিআইআইপি-১ ও ইউজিআইআইপি-২ এর মূল একটি উপাদান হচ্ছে ইউজিআইএপি, যেটি কিনা পারফরমেন্স-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু। তিন ধাপে ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক ধাপের জন্য কাজের সাফল্যের ধরণ ঠিক করা আছে। যেমন, দ্বিতীয় ধাপে যেতে হলে একটি *পৌরসভার* প্রথম ধাপের পারফরমেন্সের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

ইউজিআইআইপি-২- এর প্রথম ধাপের (প্রথম দেড় বছর) পারফরমেন্সের শর্তের মধ্যে রয়েছেঃ

- শহর-পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন;
- ওয়ার্ড-পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) গঠন;
- কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন গঠন;
- একজন মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে জেন্ডার কমিটি গঠন;
- *পৌরসভার* একটি নগর পরিকল্পনা শাখা প্রতিষ্ঠা;
- জেন্ডার ও দারিদ্র্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাসহ একটি *পৌরসভা* উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি; এবং
- অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া।

সাতটির প্রত্যেকটি কাজের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে। যেমন, প্রতিটি *পৌরসভা* প্রথম ধাপে অবশ্যই ৫০-সদস্যের একটি টিএলসিসি গঠন করবে। আরেকটি অবশ্যপালনীয় শর্ত হলো এ সময়ের মধ্যে টিএলসিসি কমপক্ষে তিনবার সভা করবে এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবে।

উপরের এই পারফরমেন্সের শর্ত সফলভাবে পূরণের পরই শুধুমাত্র প্রকল্প *পৌরসভাগুলি* তাদের অবকাঠামোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ ভাগ পেয়েছে।

অংশগ্রহণকারী *পৌরসভাগুলোকে* ইউজিআইআইপি-২´র ধাপ-২তে উন্নীত হওয়ার জন্য ধাপ-১ এ সুশাসন উন্নয়ন সম্পর্কিত সাতটি মাইলফলকের সবগুলো লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। যেসব *পৌরসভা* এসব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না তারা ধাপ-২তে উন্নীত হতে পারবে না বা অবকাঠামো বিষয়ক তহবিল পাবে না যতদিন তারা এটি করতে না পারছে। তবে তারা এজন্য প্রকল্প থেকে বাদ পড়বে না। কর্মসাফল্যবিষয়ক এসব অর্জনে ইউজিআইআইপি *পৌরসভাগুলোকে* সক্ষমতা উন্নয়ন ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে।

ধাপ-২-এ উন্নীত হওয়ার পর *পৌরসভাগুলো* এ ধাপে ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের অবকাঠামো বিনিয়োগ বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

ধাপ-২-তে *পৌরসভাগুলোকে* সুশাসন উন্নয়ন সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হয়ঃ

- **নাগরিক অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা উন্নয়ন,** যাতে অন্তর্ভুক্ত (১) নাগরিক সেবা তালিকা তৈরি ও প্রকাশ; (২) নাগরিক রিপোর্ট কার্ড জরিপ শুরু এবং এর ফলাফল প্রকাশ; (৩) একটি কাস্টমার ও ক্ষোভ নিরসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; (৪) *পৌরসভা* উন্নয়ন পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে শহর ও ওয়ার্ড-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির

মিটিং করা; (৫) জনগণ ও টিএলসিসির সামনে বাজেট প্রস্তাব প্রকাশ করা; এবং (৬) একটি গণযোগাযোগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

- **নগর পরিকল্পনা পদ্ধতির উন্নয়ন,** যার মধ্যে রয়েছে (১) সব `ক´ শ্রেণীর *পৌরসভার* জন্য একজন সার্বক্ষণিক শহর পরিকল্পনাকারী নিয়োজিত করা; (২) একটি বেজ মানচিত্র ও ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি বা হালনাগাদ করা; এবং (৩) ইউজিআইআইপি-২র অধীনে সহায়তাপ্রাপ্ত সকল উপপ্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্মপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা।

- **জেন্ডার সমতা ও মূলধারাকরণ উৎসাহিত করা,** যাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে (১) একটি জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ; ও (২) পরিকল্পনা মোতাবেক *পৌরসভা* বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ জেন্ডার কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয় করা।

- **নগরের দরিদ্র মানুষদের সংহত করা,** যার মধ্যে থাকে (১) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; (২) প্রকল্পের বস্তিগুলোতে বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন; ও (৩) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মপরিকল্পনার অধীনে কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

- **আর্থিক জবাবদিহিতা ও টেকসই স্থায়িত্ব,** যেখানে অন্তর্ভূক্ত থাকবে (১) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিকে কম্পিউটারাইজ্ড করা; (২) কর রেকর্ডের ক্ষেত্রে কম্পিউটার যন্ত্রের প্রয়োগ এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল তৈরি করা; (৩) আর্থিক বিবরণী তৈরি এবং আর্থিক বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই *পৌরসভার* হিসাব নিরীক্ষণ স্থায়ী কমিটির (অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষণ) মাধ্যমে তা নিরীক্ষা করানো; (৪) সম্পদ-করের বার্ষিক অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন করানো এবং প্রতি বছর আদায় কমপক্ষে ১০ শতাংশ বাড়ানো; (৫) **করবহির্ভূত** রাজস্ব আয়ের কমপক্ষে মূল্যস্ফীতির সমান বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; (৬) যেভাবে পরিশোধ করার কথা সেই মোতাবেক সরকার ও অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে নেয়া ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করা; এবং (৭) বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সব বকেয়া বিল পুরোপুরি পরিশোধ করা।

- **প্রশাসনিক স্বচ্ছতা,** যাতে অন্তর্ভূক্ত আছে (১) *পৌরসভাগুলো* যাতে

আবীর আবদুল্লাহ

পৌরসভা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ফরিদা পারভীন ট্রেডিং লাইসেন্স প্রদানের কাজ করছেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্তব্যকর্মগুলো কার্যকরভাবে পালন করতে পারে সেজন্য কাজের বিস্তারিত বিবরণসহ পর্যাপ্ত কর্মীর (আকার ও প্রয়োজন অনুসারে) একটি জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা, (২) নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, (৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ে সময়মতো ইউজিআইএপি বাস্তবায়নে অগ্রগতির প্রতিবেদন জমা দেয়া, (৪) *পৌরসভাগুলোতে* স্থায়ী কমিটি গঠন ও সক্রিয় করা, (৫) অবকাঠামো কাজের গুণগত মানের নিশ্চয়তা দেয়া এবং আঞ্চলিক এলজিইডি কার্যালয়গুলোকে সম্পৃক্ত করা, এবং (৬) ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম চালু করা।

যেসব *পৌরসভা* ধাপ-২ শেষে ন্যূনতম পারফরমেন্স রেটিং অর্জন করতে পারবে না সেগুলিকে ধাপ-৩ এ উন্নীত হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। তারা আর কোনো তহবিল পাবে না এবং তাদেরকে প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

ধাপ-২-তে *ন্যূনতম* পারফরমেন্স রেটিং অর্জন করতে পারলে সেই *পৌরসভাকে* ধাপ-৩ এ উন্নীত হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং সেটি তার বিনিয়োগ তহবিলের আরো ২৫ শতাংশ পাবে।

ধাপ-২-তে *পুরোপুরি সন্তোষজনক* কৃতিত্ব দেখাতে পারলে একটি *পৌরসভাকে* প্রকল্প থেকে বাকি ৫০ শতাংশ তহবিল দিয়ে দেয়া হবে। উপরন্তু সেই *পৌরসভাকে* অবকাঠামো বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত তহবিল দেয়া হবে। এই তহবিল আনা হবে ওইসব *পৌরসভা* থেকে যেগুলি ধাপ-২-তে তাদের ন্যূনতম লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি অথবা

আবীর আবদুল্লাহ

টঙ্গী পৌরসভা কার্যালয়, ইউজিআইআইপি-র একটি পৌরসভা

শুধুমাত্র ন্যূনতম লক্ষ্যটুকু অর্জন করতে পেরেছে। ধাপ-২-এর মূল্যায়ন শেষে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় এবং এডিবি সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে এই তহবিল হস্তান্তর হবে।

এডিবি´র জেষ্ঠ্য প্রকল্প কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম পারফরমেন্স-ভিত্তিক বরাদ্দ কৌশল কে মূল্যায়ন করেছেন এভাবেঃ

সম্পদ বরাদ্দের ব্যাপারটি নাগরিকদের অংশগ্রহণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং আরো উন্নততর সেবা বিষয়ক বেশ কিছু পারফরমেন্স সম্পর্কিত লক্ষ্যের সঙ্গে শর্তযুক্ত। পৌরসভাগুলি এখন শৃঙ্খলার চর্চা করছে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, এবং কর আদায় বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৩০% থেকে প্রায় ৮০% হয়েছে। সময়মতো কর্মীদের বেতন দেয়া হচ্ছে। হিসাবরক্ষণ ও বিল তৈরির কাজ কম্পিউটারে করা হচ্ছে। নাগরিকরা বার্ষিক বাজেট ও উন্নয়ন উপপ্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন এবং তাদের সম্মতি দিচ্ছেন। নাগরিকরা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশী খুশী।

ইউজিআইআইপি-২´র সহায়তাপ্রাপ্ত *পৌরসভাগুলিতে* উন্নত অবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩১৬টি *পৌরসভা* আছে, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে যাদের কাজ হলো ভাল রাস্তা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, রাস্তার বাতি, এবং কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা দেয়া।

ইউজিআইআইপি ও এর উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা নিয়ে ৬৫টি *পৌরসভা* (ইউজিআইআইপি-১-এ ৩০টি এবং ইউজিআইআইপি-২-এ ৩৫টি) একটি নতুন পথের যাত্রী হয়েছে, যেখানে তারা কমিউনিটির প্রয়োজনে সাড়া দেয়া, তাদের নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি থাকা, এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ধীরে ধীরে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

ইউজিআইআইপির সহায়তাপ্রাপ্ত *পৌরসভাগুলো* এ প্রকল্পের বাইরে থাকা *পৌরসভাগুলোকে* পথ দেখাচ্ছে। এসব *পৌরসভার* কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহার করে ট্রেড লাইসেন্স ও পানির বিল তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে এসব *পৌরসভার* কর আদায়ে সক্ষমতা বেড়ে গেছে অনেকখানি। বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের তহবিল থেকে ট্রাক কেনার ফলে এ *পৌরসভাগুলোর* রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। এসব *পৌরসভার* কমিউনিটি সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি সচেতন এবং তারা তাদের মতামত জানানোর জন্য *পৌরসভার* স্থানীয় সরকার কার্যালয় পরিদর্শন করতে আগ্রহী।

সাধারণ নাগরিকরা এসব উন্নয়ন বলতে কী বোঝেন?

পৌরসভায় বাস করা মানুষের সঙ্গে কথা বলে (১) নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নে এ প্রকল্পের প্রভাব ও ফলাফল জানতে ইউজিআইআইপি-১-এ অংশগ্রহণকারী *পৌরসভাগুলির সামগ্রিক* মূল্যায়ন করে, এবং (২) এ পুস্তিকার জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় মাঠপর্যায়ে করা সাক্ষাৎকারগুলোর মাধ্যমে যেসব মতামত পাওয়া গিয়েছে সেগুলো নিচে দেওয়া হলো। এই মূল্যায়ন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী *পৌরসভাগুলোর* কিছু নাগরিকের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে এবং ২০০৩ সালে ইউজিআইআইপি-১ শুরুর আগে করা বেজলাইন গবেষণার সঙ্গে তাদের বর্তমান ধারনার তুলনা করা হয়েছে।

আবীর আবদুল্লাহ

মালা রাণী দাস, ৪৫, ঝাড়ু তৈরি করছেন। ইউজিআইআইপি´র বস্তি উন্নয়ন খাতের অধীনে তিনি ভৈরব *পৌরসভা* থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে এ ব্যবসা করছেন।

আয় বৃদ্ধি। বেজলাইন গবেষণার সময় তাদের যে সম্পদ ছিল তা থেকে এখন তাদের সম্পদ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে জানিয়েছেন গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা। একইভাবে, তাদের পরিবারের আয়ও বেড়েছে এবং এই আয় বৃদ্ধি হয়েছে মূলতঃ ইউজিআইআইপি প্রকল্পের ফলে ঘটা নগর অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের উন্নয়নের কারণে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৬% পরিবারের মানুষ তাদের বর্তমান আয় তাদের সংসারের খরচ সামলানোর জন্য যথেষ্ট বলে মনে করেন। বেজলাইন গবেষণার সময় মোট ৫০% পরিবারের মানুষ বলেছিলেন তাদের আয় সংসার খরচ সামলানোর জন্য যথেষ্ট, অর্থাৎ এখন এই হার মোট ৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেড়েছে।

জীবনমানের উন্নয়ন। গবেষণায় অংশগ্রহণ করা পরিবারগুলোর ৯৫% জানিয়েছে, তাদের এলাকায় *পৌরসভা* এবং নিকটবর্তী পানি সরবরাহ উৎস বা পাইপলাইন থেকে তারা পানি সংগ্রহ করে। এদের ৮৫% বলেছেন যে, এই পানির মান ভাল এবং তা পরিমাণেও যথেষ্ট।

গবেষণায় অংশ নেয়া পরিবারগুলোর ৭৫% বলেছে রাস্তার অবস্থা ভাল। *পৌরসভা* কর্মীরা ড্রেনগুলোর ব্যবস্থাপনাও ভালভাবে করেন।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৯০% এরও বেশী পরিবার বলেছে তারা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। এটি বেজলাইন গবেষণার সময় পাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। সুস্বাস্থ্যবিষয়ক এই উন্নতির পেছনে সরকারের ২০১৩ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন লক্ষ্য অর্জন কর্মসূচির আংশিক ভূমিকা রয়েছে। একইসঙ্গে, অংশগ্রহণকারীদের ৯০% বলেছে তাদের শৌচাগারের অবস্থা হয় ভাল নয় সন্তোষজনক। এই উৎকর্ষের পেছনে ইউজিআইআইপি´র অবদানও স্বীকার করা হয়েছে।

আবীর আবদুল্লাহ

ইউজিআইআইপি´র অধীনে ভৈরব *পৌরসভা* থেকে ঋণ নিয়ে কেনা গরুর পাশে সাফিয়া আখতার, ৪৫।

বক্স ১: ক্ষুদ্রঋণের কেস স্টাডি

মালা রাণী দাস, ৪৫, তার বস্তিঘরে নারিকেল গাছের পাতা থেকে সংগ্রহ করা লম্বা চিকন কাঠি দিয়ে ঝাড়ু বানাচ্ছিলেন। তার স্বামীর সাহায্য নিয়ে তিনি যে ঝাড়ু বানান তা বিক্রি করে দিনে ২০০ টাকা (২.৪০ ডলার) আয় করেন। এতে তার মাসে মোট ৬,০০০ টাকা রোজগার হয়, যা কিনা বাংলাদেশের শিল্পকারখানায় কাজ করা একজন শ্রমিকের গড় আয়ের চেয়ে বেশি। মালা ১৫-সদস্যের একটি নারী ক্ষুদ্রঋণ দলের সদস্য যাদের লক্ষ্য হলো এই দলের সদস্যদের ভৈরব *পৌরসভার* দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচি থেকে ঋণ পেতে সাহায্য করা। ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক সদস্যকে ৫,০০০ টাকা (৬০ ডলার) থেকে ৫০,০০০ টাকা (৬০২ ডলার) পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়।

বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ আহাদুজ্জামান জানান, ভৈরব *পৌরসভার* দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচির অধীনে মোট ১,৮০০ দরিদ্র পরিবার আছে। রাণীর পরিবার তাদের মধ্যে একটি এবং রাণী সম্প্রতি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ১০,০০০ টাকার (১২০ ডলার) একটি নতুন ঋণ নিয়েছেন।

মেঘনা নদীর তীরে এই শহরের আরেক প্রান্তে সাফিয়া আখতার, ৪৫, নামে আরেক নারী তার গাভীর পরিচর্যা করছেন। এই গাভীটি তিনি ৪ মাস আগে ১০,০০০ টাকা (১২০ ডলার) দিয়ে কিনেছেন এবং তার আশা তিনি ৩ মাসের মধ্যে এটিকে ৫০,০০০ টাকায় (৬০২ ডলার) বিক্রি করতে পারবেন। ``এই ঋণের বাইরে আর কোনো খরচ আছে কি?´´ এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: ``শুধু আমার শ্রম। গাভীটির জন্য আমার বাড়ির কাছেই নদীর পাড় থেকে ঘাস সংগ্রহ করি।´´ সাফিয়া আখতার এই ঋণ নেন *পৌরসভা* ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থেকে, যেটি কিনা গরীব মানুষদেরকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করে।

এ সম্পর্কে ভৈরব *পৌরসভার* মেয়র মো. শাহিন বলেন, ``এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এবং এটি ঘটছে এমন এক দেশে যেখানে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দিনে মাত্র ২ ডলার দিয়ে চলে।´´ এই ঋণ পাওয়ার একটি অবশ্যপালনীয় শর্ত হলো ঋণগ্রহীতাকে মাসে ৩০ টাকা সরকার-পরিচালিত একটি ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এটা করা হয় যাতে ঋণগ্রহীতাকে তার কোনো জরুরি প্রয়োজনে এই টাকা দিয়ে সাহায্য করা যায়। এই ঋণের জন্য ১৫% হারে সুদ দিতে হয়, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারের চেয়ে কম এবং এতে প্রথম মাসে কোনো কিস্তি দিতে হয় না।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই জানিয়েছেন, কিছু চিহ্নিত স্থানে *পৌরসভা* স্থাপিত ডাস্টবিনে তারা তাদের পরিবারের বর্জ্য ফেলেন। এটি বেজলাইন গবেষণার সময় পাওয়া তথ্যের থেকে একেবারেই বিপরীত চিত্র, কারণ তখন জানা গিয়েছিল মাত্র ১০% পরিবার ময়লা ফেলার স্থানে বর্জ্য ফেলে। ডাস্টবিনে কঠিন বর্জ্য ফেলার দুটি ভাল দিক তুলে ধরেছেন অংশগ্রহণকারীরা। প্রথমটি হলোঃ পঁচতে থাকা বর্জ্যের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি। আর দ্বিতীয়টি হলো ময়লা খোলা রাখলে সেখানে যেসব মাছি ও

মশা জড়ো হয় সেগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭০% ভবিষ্যতে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ সেবার জন্য প্রয়োজনে টাকা দিতেও রাজি।

কর আদায়ে উন্নতি। ইউজিআইআইপি-২-তে অংশগ্রহণকারী ফরিদপুর শহর *পৌরসভা* কাউন্সিল কর খেলাপীদের ব্যাপারটি সামলানো এবং বকেয়া কর আদায়ের জন্য কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বেশ কিছু রেড ব্রিগেড গঠন করেছে। সদস্যরা তাদের প্রচারণার সময় লাল টি-শার্ট পরেন বলে এদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

ফরিদপুর *পৌরসভার* মেয়র শেখ মাহতাব আলী মিঠু বলেন, খেলাপীদের আমরা নোটিস পাঠাই এবং তাদের বকেয়া শোধ করার জন্য ১৫ দিন সময় দেই। তিনি বলেন, যদি কোনো খেলাপী এই সময়সীমার মধ্যে উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ হয় তখনই শুধু আমরা রেড ব্রিগেড পাঠাই। কর আদায়ের কৌশল হিসেবে যারা বার বার কর পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাদের অস্থাবর সম্পত্তি জব্দ করা হয়।

আলীর মতে এই ব্যবস্থায় ফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০১১ অর্থবছরে তার *পৌরসভায়* কর আদায়ের হার ছিল মাত্র ৬০%। এটি ২০১২ অর্থবছরের (যেটি শেষ হয় ৩০ জুনে) মে মাসের মধ্যেই ৬৫%এ পৌঁছে গেছে। আশা করা হচ্ছিল যে কর আদায়ের হার আরো বেড়ে গিয়ে কমপক্ষে ৮০% পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, কারণ অনেক মানুষই অর্থবছরের শেষ দিনে কর পরিশোধ করেন।

ইউজিআইআইপি-১-এ অংশগ্রহণকারী রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী টঙ্গী *পৌরসভার* চিত্র আরো ভাল। ১৯৯৫ সালে এই শিল্প শহরের সম্পদ কর আদায়ের যে হার ছিল মাত্র ১১.৫%, ২০১১ অর্থবছরে তা বেড়ে

আবীর আবদুল্লাহ

ইউজিআইআইপি'র অধীনে নারায়নগঞ্জ *পৌরসভা* কর্তৃক স্থাপিত নলকূপ থেকে পানি তুলছেন বস্তির একজন বাসিন্দা।

বক্স ২: উন্নত জীবনমান

শিল্প বন্দরনগরী নারায়নগঞ্জের জনাকীর্ণ বস্তিগুলোকে ইউজিআইআইপি পরিণত করেছে ইটনির্মিত পরিষ্কার বসতি এলাকায়। উপচে পড়া ড্রেনের পাশে যেসব ময়লা, কাদা ও বর্জ্যের স্তুপ দেখা যেতো সেগুলো আর নাই। রাস্তাগুলো সরু এবং জনাকীর্ণ হলেও সেগুলো এখন কংক্রিটের তৈরি এবং ড্রেনগুলোর উপর এত মসৃণভাবে স্ল্যাব দেওয়া হয়েছে যে, বাচ্চারা সেখানে অনায়াসে ক্রিকেটের মতো খেলা খেলতে পারে। খালের পাশেই ঋষিপাড়া বস্তি এবং এটি বেশ কয়েকটি সেতুর মাধ্যমে মূল সড়কের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও আছে পায়খানা এবং রাস্তার বাতি, যেগুলো একসময় গরীব মানুষের জন্য বিলাসবহুল বলে মনে করা হতো।

নারায়নগঞ্জ থেকে উত্তর দিকে ভৈরব শহর। এই নদীবন্দর শহরের লোকসংখ্যা ১৩০,০০০, যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ২৪টি বস্তিতে বাস করে। বস্তির বেশিরভাগ মানুষ এটা-সেটা করে জীবনযাপন করে, যেমন জুতা সেলাই করা, রাস্তা পরিষ্কার করা বা ছোটখাট দোকান চালানো।

ইউজিআইআইপি শুরুর আগে বস্তিগুলো ছিল কাদা-খড়ের কিছু কুঁড়েঘর। সেখানে না ছিল কোনো বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, না ছিল বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ এবং শিশুদের জন্য স্কুল। কোনো কাজ না থাকায় বস্তির নারীরা অলসভাবে সময় কাটাতেন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে ছোটখাটো ব্যাপারে ঝগড়া করতেন। অনেকে বড় বড় মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে জীবনযাপন করতেন আর ঋণের বোঝা বাড়িয়ে নিজেদেরকে আরো কষ্টে নিপতিত করতেন।

আজ এই বস্তিবাসীদের থাকার জন্য কংক্রিটের বাড়ি হয়েছে, ইউজিআইআইপি´র দেয়া তহবিল দিয়ে খননকৃত কুপ থেকে বিশুদ্ধ পানির সংস্থান হয়েছে, সরু কিন্তু পরিষ্কার গলির জন্য আলোর ব্যবস্থা হয়েছে, এবং শিশুদের জন্য স্কুল হয়েছে – যা দেশের অনেক ছোট শহরেই নেই।

হয়েছে ৯৮%। মেয়র আজমত উল্লাহ খান এ সম্পর্কে বলেন, ``আমাদের কর আদায়ে আরো দক্ষতা এসেছে। আমরা ৯০%-এর নিচে যাচ্ছি না।´´ তিনি আরো বলেন, ``আমরা জানি আমরা যদি আমাদের পারফরম্যান্সের শর্ত পূরণ করতে না পারি তাহলে আমরা এ প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে যাবো।´´

উন্নত শিক্ষা সেবা। ভৈরব *পৌরসভার* রয়েছে আরো সাফল্যগাঁথা। এটি ২৫টি এলিমেন্টারি স্কুলে বস্তির প্রায় ১৫,০০০ শিশুর জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের জন্যে বই, পেন্সিল এবং অন্যান্য উপকরণও সরবরাহ করছে।

মধ্য ঋষিপাড়ায় এমন একটি স্কুলে ৩৬ জন ছেলে-মেয়ে তাদের শিক্ষিকা অর্চনা রাণী সূত্রধরের কাছ থেকে পাঠ নেয়। অর্চনা রাণী ওই বস্তিরই একজন বাসিন্দা। টিনের চাল দেয়া একটি কুঁড়েতে ছাত্ররা বর্ণমালা শেখে, ছড়া আবৃত্তি করে, এবং কীভাবে গুণতে হয় তা শেখে।

জুনের এক তপ্ত দুপুরে ছাত্ররা একদল পরিদর্শককে সমবেত কণ্ঠে ``টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিটল্ স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার, হোয়াট ইউ আর...´´ এই কোরাস গেয়ে অভ্যর্থনা জানালো।

৬ বছর বয়সী এক শিশু বিন্তি তার নাচের দক্ষতা দেখাল, ওদিকে আরেকটু বড় বাচ্চা শরীফ একটা গান শোনাল। লাজুক মেয়ে বিন্তি পরিদর্শকদের জানায় ``আমি ডাক্তার হতে চাই´´। শরীফ বলে সে একজন শিক্ষক হবে। তাদের স্বপ্নগুলো বড়, কিন্ত বাস্তবায়ন করা অসম্ভব কিছু নয়।

নাগরিকদের প্রয়োজনে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি। ইউজিআইআইপিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি *পৌরসভা* একটি করে নাগরিক সনদ তৈরি করেছে যেখানে তারা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে নাগরিকদের কী কী সেবা দেয়া হয়, কোথায় কোন সেবা পাওয়া যাবে, এবং ফি কত। বড় একটি বোর্ডে সেবাগুলির তালিকা করে মানুষ যাতে দেখতে পারে এমনভাবে *পৌরসভা* প্রাঙ্গনে রাখা হয়েছে। এছাড়া এ সেবাগুলি সম্পর্কে লিফলেট ও শহরের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট বোর্ডের মাধ্যমে মানুষকে জানানো হয়।

আবীর আবদুল্লাহ

টঙ্গী *পৌরসভা* কার্যালয়ে কর দিতে মানুষের লাইন।

আবীর আবদুল্লাহ

ইউজিআইআইপি´র অধীনে ভৈরব *পৌরসভা* কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস করছে ছাত্রছাত্রীরা।

এখন নাগরিকদের অভিযোগগুলো আরো ভালভাবে শোনা হয় এবং সেগুলোর সমাধান দেয়া হয়। ঢাকার পাশের *পৌরসভা* টঙ্গীর একটি কলেজের ছাত্র আব্দুল হালিম বললেন, ``আমি এখানে এসেছি আমার জন্ম সনদের একটি ভুল সংশোধন করতে।´´ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন *পৌরসভা* প্রাঙ্গন ছাড়ার সময় স্মিত হেসে তিনি বলেন, ``এটি করা হয়ে গেছে। আমার নাম এরই মধ্যে কম্পিউটার ডাটাবেজে চলে এসেছে। তাই কর্মকর্তাদের পক্ষে এটা সংশোধন করা ছিল সহজ একটি ব্যাপার।´´

জবির আব্দুল্লাহ

টঙ্গী *পৌরসভা* কর্তৃক সেখানকার বাসিন্দাদের প্রদেয় সেবার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত নাগরিক সনদ পড়ছেন দুই ব্যক্তি।

সেবার সংখ্যা ও মানের দিক থেকে উন্নতির ফলে কমিউনিটির সদস্যরা *পৌরসভা* থেকে আরও বেশি সেবা দাবি করছেন। ফরিদপুরের একটি টিএলসিসি সভায় কথা বলার সময় তারা বেগম নামের এক বস্তির বাসিন্দা বললেন, ``এটা আমার *পৌরসভা*। আমি এখানকার মানুষ এবং তাই এটার যত্ন নেওয়াও আমার দায়িত্ব।´´

প্রত্যেক *পৌরসভায়* স্থাপিত ক্ষোভ নিরসন কেন্দ্র থাকার ফলে মানুষ লিখিতভাবে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পৌর কর্মকর্তাদের সব অভিযোগের দ্রুত সমাধান খুঁজতে হয় তাই এটি একটি সালিশি ব্যবস্থা হিসেবেও কাজ করে। আদালতে যাওয়ার আগে নাগরিকরা *পৌরসভার* মাধ্যমে জমি, অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের, এমনকি পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যও উৎসাহিত বোধ করছেন। ইউজিআইআইপি-২´র সুশাসন উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি পরামর্শক কমিটির দলনেতা চৌধুরী ফজলে বারি বলেন, ``এসব অভিযোগের প্রায় ৬০ ভাগ *পৌরসভা* পর্যায়েই সমাধান হয়ে যায়।´´ অংশগ্রহণকারী *পৌরসভাগুলো* থেকে তার দলের সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি একথা জানান।

বাংলাদেশে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর এম. টেরেসা খো মনে করেন, ইউজিআইআইপি পারফরমেন্স-ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল উদাহরণগুলির মধ্যে একটি। তার মতে,

যেসব পৌরসভার সম্পদ সীমিত সেখানে এই প্রকল্প উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্থানীয় রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেবার মান বাড়াতে উৎসাহিত করেছে।

সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীও (কেএফডব্লিউ, জিআইজেড, এবং জাইকা) এই পন্থা কাজে লাগাচ্ছে দেখে এডিবি উৎসাহিত বোধ করছে।

আবীর আবদুল্লাহ

ফরিদপুরে শহর-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির একটি সভায় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ।

ইউজিআইআইপি-তে নাগরিক অংশগ্রহণ

জনগণের অংশগ্রহণের বিকাশমান ধারণা

কমিউনিটি-পরিচালিত উন্নয়ন হলো কমিউনিটি-ভিত্তিক বৃহত্তর উন্নয়ন কৌশলের একটি শাখা, যেটিতে অনেক ধরণের সেসব প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত যেগুলো প্রকল্পের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, ও বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। এডিবির দেয়া কমিউনিটি-পরিচালিত উন্নয়ন (সিডিডি) সংজ্ঞায় যে পাঁচটি মূল বিষয় রয়েছে সেগুলো হলোঃ

- এগুলো কমিউনিটি-কেন্দ্রিকঃ অভীষ্ট উপকারভোগী, গ্রাহক, অথবা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কোনোভাবে একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন অথবা প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার।
- এগুলোতে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও নক্শা প্রনয়ন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
- প্রকল্পের মূল সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বিনিয়োগ তহবিল ও অন্যান্য সম্পদের উপর কমিউনিটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
- সরাসরি কাঁচামাল, শ্রম, অথবা তহবিল সরবরাহ করে, অথবা পরোক্ষভাবে ঠিকাদারের কাজ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান করে, অথবা পরিচালনা এবং রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে কমিউনিটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকে।
- কমিউনিটির প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সিডিডি প্রকল্পগুলোতে কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আবীর আবদুল্লাহ

কমিউনিটির সদস্যরা ভৈরবের একটি বস্তিতে ড্রেনের উপর দিয়ে ছোট একটি রাস্তা নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক জবাবদিহিতার সঙ্গে সিডিডির অনেক মিল রয়েছে। সামাজিক জবাবদিহিতা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়, অর্থাৎ এটি সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাধারণ নাগরিক ও তাদের সংগঠনের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ। সামাজিক জবাবদিহিতার লক্ষ্য হলো সরকারের কর্মকাণ্ড ও পারফরমেন্সের নজরদারি, এবং সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, কারণ তারা জনগণকে সেবা দেওয়া, তাদের আরো কল্যাণ করা, এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য জনগণের সম্পদ ব্যবহার করেন।

সামাজিক জবাবদিহিতা ও সিডিডি দুটিই উন্নত গণতান্ত্রিক শাসন ও নাগরিকদের, বিশেষ করে দরিদ্রদের, আরো উন্নত সেবা দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে।

সরকারি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একটি দুই ধাপের পদ্ধতি। প্রথমত, রাষ্ট্রের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে নাগরিকরা কী চায়। এটি করতে হলে নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মতামত প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে তারা রাষ্ট্রকে (নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিকদের) তাদের কাজের জবাবদিহি করাতে পারে। এখানে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনকারী রাষ্ট্রকে, যারা প্রকৃতপক্ষে এই সেবা দান করেন তাদের কাছে এসব দাবি পৌঁছাতে সক্ষম হতে হবে, এবং সেবাদানকারীরা তাদের দায়িত্ব যেন কার্যকরভাবে পালন করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

নীতিনির্ধারকরা যখন সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কাছে তাদের স্বীয় এলাকার জনগণের কণ্ঠকে তুলে ধরেন, এবং সেবাদানকারীরা যাতে অধিবাসীদের কথা সঠিকভাবে ও বিবেচনার সঙ্গে পালন করেন এবং সে লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রণোদনার সৃষ্টি করেন তখনই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

এখন ধীরে ধীরে অনেকেই মেনে নিচ্ছেন যে, গতানুগতিক জবাবদিহিতা ব্যবস্থার স্বাভাবিকভাবেই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। একইসঙ্গে ধীরে ধীরে সবাই এটাও মেনে নিচ্ছেন যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা, অর্থাৎ সরকারি কাজে জনগণের প্রহরীর মতো নজর রাখার ব্যাপারটি সেবাপ্রদানে সংবেদনশীলতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অতি সম্প্রতি নাগরিকদের বেশ কিছু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের পৃথক হয়ে যাওয়ার এই ব্যাপারটি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, একসঙ্গে মিলে কোনো কিছু পরিচালনা করলে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেকার দেয়ালটি যেখানে মিশে যায় সেখানে সবচেয়ে বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিক গ্রুপগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল কাজ ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে তাদের নিজেদেরকে আরো প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার পন্থা নিয়ে গবেষণা করছে, রাষ্ট্রের যেসব কর্মকাণ্ড আগে অস্বচ্ছ ছিল তা নজরদারি করছে, এবং *ভেতর থেকে* নীতিমালাকে প্রভাবিত করছে।

ইউজিআইআইপি একসঙ্গে কোনো কিছু পরিচালনা করার আরো একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরছে। এখানে নাগরিকরা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জনগণকে সত্যিকার অর্থে সেবা দেয়ার ব্যাপারটি নজরদারিতে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়, এবং এভাবে যা একসময় শুধুমাত্রই সরকারের এখতিয়ার বলে মনে করা হতো সেসব জায়গায় রাষ্ট্রের একক আধিপত্যকে ভেঙ্গে ফেলে।

ইউজিআইআইপি-তে নাগরিক অংশগ্রহণ

টঙ্গী *পৌরসভার* মেয়র মো. আজমত উল্লাহ খান একজন ব্যস্ত মানুষ। তার কার্যালয়ে দেখা গেলো বেশ কিছু সাধারন পুরুষ ও নারী তাকে ঘিরে রেখেছেন। এসব মানুষের জন্য তার কার্যালয় সবসময়ই খোলা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় জনাব খান বেশ কিছু জন্ম ও নাগরিকত্ব সনদ এবং জমির দলিলের জন্য প্রয়োজনীয় পারিবারিক উত্তরাধিকারের প্রমানপত্র সই করছিলেন।

পৌরসভার কর সময়মতো প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করা একটি পোস্টার দেখিয়ে তিনি বললেন, ``এখানে এত কিছু বদলে গেল।´´ তিনি আরো বলেন, ``একসময় আমরা নিজেরা যেখানে কমিউনিটির সবার কাছে যেতাম। এখন এটা পাল্টেছে, এখন কমিউনিটির মানুষই আমাদের কাছে আসছে। এটা আসলে বসবাস করার মতো আদর্শ একটি জায়গায় পরিণত হচ্ছে।´´ একথা বলার সময় তিনি দুজন মধ্যবয়সী নারীর দিকে মাথা নাড়লেন। এ দু´জন তাদের পারিবারিক সভায় মেয়রকে উপস্থিত থাকার জন্য এবং ভাইবোনদের মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করার জন্য দাওয়াত দিতে এসেছেন।

ইউজিআইআইপি-২-এর সাফল্যের মূলে রয়েছে কমিউনিটির অংশগ্রহণ, বললেন আজমত উল্লাহ খান, যিনি বাংলাদেশের মেয়র ও কাউন্সিলরদের একটি সংগঠন (মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ)-এরও সভাপতি। তিন-স্তরের কাঠামোতে সাজানো তৃণমূলের এসব সংগঠনগুলো *পৌরসভা* উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এর প্রক্রিয়াসমূহের প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সংগঠনগুলো হলোঃ কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি, এবং শহর-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি।

জাকীর আব্দুল্লাহ

ইউজিআইআইপি কর্মসূচির একজন প্রবক্তা টঙ্গী মেয়র আজমত উল্লাহ খান একটি পোস্টার দেখাচ্ছেন যেটি কমিউনিটির সদস্যদের সম্পদ কর দেয়ার ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন। নাগরিকদের অংশগ্রহণ শুরু হয় কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) দিয়ে, যেটি সাধারণত কোনো এলাকার ২০০-৩০০ পরিবার নিয়ে গঠিত হয়। ইউজিআইআইপি-২ এরই মধ্যে ৩৫টি অংশগ্রহণকারী *পৌরসভায়* ১,৭৫০টি বা প্রতি *পৌরসভায়* গড়ে ৫০টি করে সিবিও গঠন করেছে।

এলজিইডি

চাঁদপুর *পৌরসভায়* সিবিও গঠন সম্পর্কিত সভা।

কোনো পরিবারের প্রধান বা ১৮ বছরের উপরে বয়স এমন একজন প্রতিনিধি সিবিও সদস্য হতে পারেন। সদস্যরা ১২-সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করেন, যার এক-তৃতীয়াংশ অবশ্যই নারী হতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে অবশ্যই প্রতিনিধি থাকতে হবে, কারণ *পৌরসভার* মোট জনসংখ্যার গড়ে প্রায় ৩০ শতাংশই দরিদ্র মানুষ। নির্বাহী কমিটিতে ৫ জন পদাধিকারী ব্যক্তি এবং বাকি ৭ জন সদস্য। সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয় (ড্রেন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন একজন সদস্য, ঘরবাড়ির কঠিন বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থার জন্য আরেকজন, পরিচ্ছন্নতার জন্য আরেকজন সদস্য, ইত্যাদি)। প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর তার ওয়ার্ডে সিবিও´র নির্বাহী কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

একটি কমিউনিটি সভায় নারীরা কর এবং পানি ও বিদ্যুৎ বিল দেয়ার গুরুত্বসহ নানা সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

আবীর আবদুল্লাহ

সিবিও-মালিকানাধীন একটি ভ্যান কলাপাড়া *পৌরসভায়* ময়লা সংগ্রহ করছে।

এলজিইডি

বাধ্যতামূলক না হলেও নাগরিকদের উত্থাপিত সমস্যা এবং সেসব বিষয়ে নেয়া সিদ্ধান্ত নিজে জানার জন্য মেয়র ও স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাধারণত সিবিও সভাগুলোতে উপস্থিত থাকেন। একেবারে নিচের তৃণমূলের সংগঠন হিসেবে সিবিও যুবকদের মধ্যে মাদকাসক্তি এবং স্কুলের ছাত্রীদের যৌন হয়রানি, যেটি কিনা সচরাচর ঘটে থাকে, এমন সব সামাজিক বিষয়কে সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য হ্রাস, এবং নারীদের চাকরির ব্যবস্থা করা (যেমন, তাদেরকে সেলাই মেশিন দিয়ে কাজের ব্যবস্থা করা) এসবও সভার আলোচ্যসূচিতে এবং সিবিওর কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এ সম্পর্কে ঢাকার পূর্বদিকে ইউজিআইআইপি-২ এর রেলওয়ে-শহর ঘোড়াশাল *পৌরসভার* সিবিওর সদস্য শারমিন সুলতানা বলেন, ``গত সভায় আমরা বাল্যবিবাহ ঠেকাতে একটি গণসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নিই।´´ তিনি আরও জানান, ``আমরা বেশ কয়েকটি উঠোন বৈঠক করি যেখানে বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী ছিলেন নারী। সভায় নারীরা একমত হন যে, বাল্যবিবাহ সমাজের জন্য ভাল নয়।´´ বাংলাদেশে আইনমতে, ছেলেদের বিবাহের বয়স ২১ এবং মেয়েদের ১৮। তবে আইনের দ্বারা অনুমতিযোগ্য বয়সের চেয়ে কম বয়সীদের বিয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের, সচরাচর ঘটেই চলেছে।

সিবিও সভায় উপস্থিত ঘোড়াশালের মেয়র শরিফুল হক বলেন, ``সমাজের সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কমিউনিটির সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে সিবিওগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি।´´

সিবিওগুলি মাসে একবার সভা করে। তাদের বেশ গুছানো কর্মকাণ্ডগুলো হলঃ নিষ্কাশন ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থাপনা, বাসাবাড়ির কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ক্লিনিক ও বাজারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা পরিষ্কার করা, এবং রাস্তার বাতি তত্ত্বাবধান।

ওয়ার্ড-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি)। ওয়ার্ড-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি প্রতি ৩ মাসে একবার সভা করে। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ডব্লিউএলসিসি হল কমিউনিটি অংশগ্রহণ ব্যবস্থার মাঝখানের ধাপ। ডব্লিউএলসিসি একটি ফোরাম যেখানে কমিউনিটির সদস্যরা স্থানীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ইস্যুগুলো আরও জোরালোভাবে উত্থাপন করতে পারেন।

ঢাকার পশ্চিমে ইউজিআইআইপি-২র অধীনে অংশগ্রহণকারী ফরিদপুর *পৌরসভায়* ডব্লিউএলসিসি সভায় ওয়ার্ড সদস্যরা জলাবদ্ধতা, দুর্বল বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা, এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবের বিষয়গুলো উত্থাপন করেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে সভায় অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেন এবং জানান যে অন্যান্য সমস্যা সমাধানেরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ডব্লিউএলসিসিতে নারী ও দরিদ্রদের রয়েছে বেশ জোরালো উপস্থিতি। দশ সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে ৪ জনকে নারী হতেই হবে এবং কমপক্ষে ৩ জন সদস্য হতে হবে গরীব মানুষদের মধ্যে থেকে।

গতানুগতিক একটি ডব্লিউএলসিসিতে স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সভাপতিত্ব করেন আর নারী কাউন্সিলর, যিনি নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবীর আবদুল্লাহ

ফরিদপুরের উন্নয়ন বিষয়ক সভায় অংশ নিয়েছেন ডব্লিউএলসিসির সদস্যরা।

সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পেশাজীবী দল, এবং দরিদ্র কমিউনিটি। একজন সহকারী প্রকৌশলী বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মেয়র কর্তৃক মনোনীত) ডব্লিউএলসিসিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

শহর-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি। তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হলো টিএলসিসি, যেটিতে সদস্যের সংখ্যা ৫০-এর উপরে হবে না। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে টিএলসিসি অনন্য এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। *পৌরসভা* কাউন্সিলের সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক দলগুলোর প্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদেরও এতে সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংগঠনগুলোতে দেখা যায় না। মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠনকে বলা হয় *পৌরসভার* সংসদ। একটি *পৌরসভার* সকল কাউন্সিলর টিএলসিসিতে বসেন। তাদের সঙ্গে আরও থাকেন

জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, সমবায় মন্ত্রনালয়, এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ।

এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, টিএলসিসিতে শহরের উঁচু শ্রেণীর মানুষ থেকে শুরু করে বস্তির অধিবাসী নানা ধরণের মানুষ সদস্য হিসেবে যোগ দেন। টিএলসিসি সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ নারী হওয়া বাধ্যতামূলক, দু´জন নারীসহ কমপক্ষে ৭ জন সদস্য কমিউনিটির দরিদ্র মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করবে।

টিএলসিসির কাজকর্ম বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মেয়র ও কাউন্সিলরদের নিয়ে গঠিত *পৌরসভা* কাউন্সিলকে পারফরমেন্সের জন্য এখানেই জবাবদিহিতা করতে হয়। মেয়র ও কাউন্সিলররা যতই ক্ষমতাবান হোন না কেন, তাদেরকে যারা নির্বাচিত করেছেন সেই জনতার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়।

শহরটা যে তাদের নিজেদের, কমিউনিটির সদস্যরা এই ফোরামে এসেই সেই অনুভূতিটা পান। তারা জানতে পারেন যে এই শহরটার তাদের নিজেদের এবং এটাকে পরিষ্কার রাখা এবং অপচয় ও চুরি বন্ধে সম্ভাব্য সবকিছু করা তাদেরও দায়িত্ব। *পৌরসভার* পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্যই এসব করা হয়েছে।

পৌরসভাগুলিতে ইউজিআইআইপি নতুন উদ্যম যোগ করেছে এবং তাদের কমিউনিটির কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (ইউজিআইআইপি শুরুর সময় যেটি *পৌরসভা* ছিল) জনপ্রিয় মেয়র সেলিনা হায়াত আইভি বললেন, ``ইউজিআইআইপি *পৌরসভা* ও সেখানকার মানুষের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।´´

আবীর আবদুল্লাহ

ইউজিআইআইপি কর্মসূচির একজন অন্যতম বাস্তবায়নকারী নারায়ণগঞ্জের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভি।

বক্স ৩: শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি—ছোট শহরে পার্লামেন্ট (একটি কেস স্টাডি)

সবাই যে যার পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। মেয়র শুরু করেন এভাবে, ``আমি ফরিদপুর *পৌরসভার* মেয়র শেখ মাহতাব আলী মিঠু আজকের সভার সভাপতিত্ব করছি।´´ এরপর টিএলসিসি সভায় অংশগ্রহণ করা ৫০ জন নারী ও পুরুষ তাদের পরিচয় দিয়ে কে কী করেন সেটি বলেন।

এই টিএলসিসি সভা আহবান করা হয়েছে ১৪৩ বছর পুরনো ফরিদপুর *পৌরসভার* ২০১৩ অর্থ-বছরের জন্য তৈরি করা বাজেটের খসড়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য। শহরের গণ্যমান্য নাগরিক থেকে শুরু করে বস্তিবাসী তারা বেগমের মতো সচরাচর অবহেলিত মানুষও এখানে অংশগ্রহণ করছেন। সভায় আরও উপস্থিত আছেন কলেজ শিক্ষক, নারী অধিকার কর্মী, উন্নয়ন কর্মী, শহরের কাউন্সিলর, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, ও আইনজীবী।

অনুমোদনের জন্য *পৌরসভা* সচিব গত সভার আলোচিত বিষয়গুলি একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। কিছু কিছু স্থানে পরিবর্তন করে সভায় অংশগ্রহণকারী সবাই সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার আলোচিত বিষয়গুলো পাশ করেন। এরপর তারা দিনের মূল আলোচ্য বিষয় - খসড়া বাজেট-এর উপর আলোচনা শুরু করেন।

মেয়র সবাইকে অবহিত করেন যে, *পৌরসভা* কর্তৃপক্ষ শহরে দুটি শপিং সেন্টার করছে এবং সেখানে দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এর আগে কর-খেলাপীদের কাছ থেকে কর (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পদ-কর) আদায়ে তার রেড ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনাকে অনুমোদনের জন্য তিনি কমিটির প্রতি তার ধন্যবাদ জানান। এই পদক্ষেপের ফলে কর আদায়ের হার বেড়ে ২০১১ সালে যা ছিল ৭০% তা এখন ৭৫%-এ পৌঁছে গিয়েছে। মেয়র বলেন, ``জুনে যখন বেশিরভাগ মানুষ কর দেবেন তখন আমরা এই হার ৯০ ভাগে উন্নীত করতে চাই।´´

কিছু সংশোধনের পর টিএলসিসি *পৌরসভার* জন্য ১,২০০ মিলিয়ন টাকার (১৪.৪ মিলিয়ন ডলার) বাজেট অনুমোদন করে। তবে এর আগে আসমা আখতার মুক্তা নামে এক উন্নয়ন কর্মী মেয়রকে নগরীর শপিং সেন্টারগুলোতে মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট স্থাপন বিষয়ে তার আগের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা তিনি তা জানতে চান।

দুঃখপ্রকাশ করে মেয়র বলেন, ``আমরা কিছু কিছু শপিং সেন্টারে মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করেছি। অন্যান্য স্থানে সেগুলি তৈরি হওয়ার পথে।´´

মুক্তা তখন বলেন, ``আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে আমি খুশী। এটি জবাবদিহিতার একটি ভাল উদাহরণ।´´

নীতিমালা সংস্কার ও ইউজিআইআইপি

ইউজিআইআইপি´র আগে *পৌরসভা* পরিচালন ব্যবস্থার নীতিমালার পটভূমি

আরো সুষম নগর উন্নয়ন ও বড় বড় নগরে সম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর চাপ কমাতে *পৌরসভার* উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *পৌরসভা হলো* মাঝারী শহর যেখানে মোট ৪০ ভাগ নগরবাসী মানুষ বসবাস করে। *পৌরসভাগুলির* সম্ভাবনা আছে জীবনমান, অর্থনীতি, ও অবকাঠামোর উন্নতি নিশ্চিত করার। এক কথায় যারা বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলোতে চলে যেতে চান তাদের জন্য এটি একটি বিকল্প গন্তব্যস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে।

আবীর আবদুল্লাহ

ইউজিআইআইপি´র অধীনে নারায়নগঞ্জ *পৌরসভা* এলাকায় তৈরি একটি রাস্তা।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে দ্রুত নগরায়ন সত্ত্বেও নগরায়নের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নগরের স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে খুব কমই নজর দেয়া হয়েছে। ফলে, মৌলিক অবকাঠামো ও সেবার প্রকট অভাব বেশিরভাগ *পৌরসভার* বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে এবং *পৌরসভাগুলি* দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (*পৌরসভা*) আইন পাশের আগে বাংলাদেশের *পৌরসভাগুলো পৌরসভা* অধ্যাদেশ ১৯৭৭-এর আইনগত কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হতো। এই অধ্যাদেশে *পৌরসভার* পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি বা নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার কোনো সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত ছিল না। তার পরিবর্তে, *পৌরসভাগুলো* একজন নির্বাচিত চেয়ারপারসন ও ওয়ার্ড

কমিশনারদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এই চেয়ারপারসন এবং ওয়ার্ড কমিশনারদের নিয়েই ছিল *পৌরসভা* কাউন্সিল। তবে অধ্যাদেশের অধীনে ওয়ার্ড কমিশনারদের সরাসরি কোনো ক্ষমতা না দেয়ার ফলে চেয়ারপারসনই ছিলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ইউজিআইআইপি-১ পূর্ববর্তী মূল্যায়নে *পৌরসভা* পরিচালনায় যেসব মূল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলি হলোঃ

- ***পৌরসভা* পর্যায়ে দুর্বলতাসমূহ** যেসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলো হলো (১) চেয়ারপারসনের কাছে ক্ষমতা সংহত থাকা, (২) কর্মী ও সক্ষমতার অভাব (৩০% পর্যন্ত পদ শূন্য পড়ে থাকা), (৩) রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা, (৪) সরকারের যৎকিঞ্চিত জাতীয় বরাদ্দের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, এবং (৫) কর্মপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ক্রমাগত অবহেলা।

- **অপর্যাপ্ত অর্থায়ন,** কারণ (১) *পৌরসভা* পর্যায়ে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ এর অবকাঠামো চাহিদার সঙ্গে সমানুপাতিক নয়, (২) দীর্ঘমেয়াদী ও *পৌরসভা* ভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার অভাব, এবং (৩) জাতীয়ভাবে বরাদ্দ করা বিনিয়োগের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, যা একদিকে যেমন অপর্যাপ্ত অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় চাহিদা মেটাতে পারে না।

- **নীতিমালা ও ভৌত পরিকল্পনার অভাব।** নগর উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা পরিষ্কারভাবে প্রণীত হয়নি, যার ফলে *পৌরসভা*গুলি দিকনির্দেশনাহীন হয়ে পড়েছে। অতীতে ভূমি ব্যবহার ও পরিসেবার মহা-পরিকল্পনা তৈরির প্রচেষ্টাগুলো আলোর মুখ দেখে নি। এতে উন্নয়ন কাজ অপরিকল্পিত, অনিয়ন্ত্রিত, ও নিয়মহীন হয়ে পড়ে।

- ***পৌরসভাকে* শক্তিশালী করতে জাতীয় সমর্থনের অভাব।** *পৌরসভার* অর্থায়ন, জনবল, ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের ফলে *পৌরসভাগুলো* নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের ভূমিকা পালন করতে পারে নি, বরং স্থানীয় সরকারের একটি সংস্থার মতন কাজ করেছে যেখানে স্থানীয় সরকার পৌরসভাগুলোকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো সহায়ক সংস্থার ভুমিকায় বিবেচনা করেছে মাত্র।

উপরের এই বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীকে প্রধান করে গঠিত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন নগর স্থানীয় সরকার বিষয়ক কমিটিকে সহায়তা করতে ৬ জন জাতীয় পরামর্শকের দ্বারা গঠিত একটি দলের জন্য এডিবি ইউজিআইআইপি-১-এ কারিগরি সহায়তা দেয়। সেই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন *পৌরসভা* ও সিটি করপোরেশনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা এবং পেশাদার সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। কমিটির কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল জাতীয় নগর খাত নীতিমালা প্রস্তুত করা, ১৯৭৭ সালের *পৌরসভা* অধ্যাদেশ পর্যালোচনা ও সংশোধন, এবং টেকসই নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য জরুরি বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখা।

পরামর্শকরা একটি সংশোধিত *পৌরসভা* অধ্যাদেশের খসড়া, যেটি পরবর্তীতে ২০০৯ সালে *পৌরসভা* আইন হিসেবে পাশ হয়, এবং জাতীয় নগর খাত নীতিমালার খসড়া তৈরিতে মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করেন। ইউজিআইআইপি-২ জাতীয় নগর খাত নীতিমালার চূড়ান্তকরণের তদারকি করছে, যেটি কয়েক মাসের মধ্যেই অনুমোদন পাবে বলে আশা করা যায়।

ইউজিআইআইপি´র বৃহত্তর প্রভাব

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯। ২০০৯ সালে নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর ক্ষমতায় এসে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার স্থানীয় সরকার (*পৌরসভা*) আইন, ২০০৯ পাশ করে। ইউজিআইআইপি-১কে সাহায্য করার জন্য দেয়া এডিবি'র কারিগরি সহায়তাপুষ্ট নগর স্থানীয় সরকার বিষয়ক কমিটির সুপারিশগুলোর একটি ছিল এই নতুন স্থানীয় সরকার আইন।

২০০৯ সালের এই আইনের বেশ কিছু ধারায় ইউজিআইআইপি বাস্তবায়নের সময় লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো টিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসির মাধ্যমে নাগরিক ও কমিউনিটির অংশগ্রহণের ধারণার স্বীকৃতি। নতুন আইনে সরকারি কমিটিগুলোতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ একটি সংবিধিবদ্ধ শর্ত হিসেবে এসেছে। নাগরিক অংশগ্রহণের এই মডেল এখন ইউজিআইআইপি´র বাইরে থাকা *পৌরসভাগুলোতে* এবং জাইকা ও বিশ্ব ব্যাংকের মতো অন্যান্য বিদেশি দাতা সংস্থার অর্থায়িত প্রকল্পেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে টঙ্গী পৌরসভার মেয়র আজমত উল্লাহ খান বলেন: ``ইউজিআইআইপি´র শুরু করা *পৌরসভার* কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির অংশগ্রহণের এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো আজ স্থানীয় সরকার (*পৌরসভা*) আইন, ২০০৯-এ স্বীকৃতি ও স্থান পেয়েছে।´´ তিনি আরও বলেন, ``এটি উৎসাহের কথা যে, সরকারের হাতে নেয়া নীতিমালা সংস্কারে এই প্রকল্প একটি ভূমিকা রাখছে।´´

আবীর আবদুল্লাহ

শহর-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির সদস্যরা ২০১২-১৩ অর্থবছরের পৌর-বাজেট বিষয়ে আলোচনা করছেন।

ইউজিআইআইপি-২ এ অন্যান্য পৌরসভার অন্তর্ভূক্তি। ইউজিআইআইপি-২এ একটি ধারা আছে যেটির অধীনে নতুন *পৌরসভাকে* এ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। তবে এটি শুধুমাত্র সম্ভব যদি প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩৫টি *পৌরসভার* পারফরমেন্স মূল্যায়নের পর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়া বা বেশ খারাপ পারফরমেন্স করা *পৌরসভার* মূল বরাদ্দ থেকে কেটে নেওয়া তহবিল অবশিষ্ট থাকে। ইউজিআইআইপি´র সফল পারফরমেন্সের ব্যাপক স্বীকৃতির ফলে ১০০টিরও বেশি নতুন *পৌরসভা* ইউজিআইআইপি-২-এর তৃতীয় ধাপে অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করেছে। তাদের আবেদনগুলির বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত না হলেও এই নতুন *পৌরসভাগুলি* এরইমধ্যে তাদের নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকেই ইউজিআইএপি´র অনুবিধিগুলি বাস্তবায়ন করা শুরু করে দিয়েছে। তাদের ফোকাস বিশেষ করে শহর- এবং ওয়ার্ড-পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সব হিসাবরক্ষণ বিষয়ক নথি, করের নথি, ট্রেড লাইসেন্সের নথি, এবং বিল, ইত্যাদির কম্পিউটারাইজেশন। ২০০৩ সালে থেকে ইউজিআইআইপি ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাপ্রাপ্ত `*পৌরসভা* সহায়তা প্রকল্প´ ইউজিআইএপির ব্যাপ্তি ও পদ্ধতির মধ্যে থেকে *পৌরসভাগুলোকে* প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে এলজিইডির প্রচেষ্টাকে সাহায্য করছে এবং এভাবে দেশের প্রায় সব *পৌরসভার* কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলছে।

অন্যান্য উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ইউজিআইআইপি পদ্ধতির সাফল্যের বিষয়টি অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদেরও নজরে এসেছে। বিশ্ব ব্যাংকের *পৌরসভা* সহায়তা প্রকল্প-২ এর প্রস্তুতির জন্য নিযুক্ত কারিগরি সহায়তা টিম তাদের পরবর্তী নগর উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে `*পৌরসভা* উন্নয়ন পরিকল্পনা´ প্রবর্তন করার আগ্রহ দেখিয়েছে। জাইকা এগিয়েছে আরও এক ধাপঃ এলজিইডির আসন্ন দুটি প্রকল্পে এটি ইউজিআইআইপি-২-এর নগর পরিচালন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা কৌশল চালু করবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরও এডিবির সহায়তাপ্রাপ্ত একটি চলমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পে ইউজিআইএপি চালু করেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে সকল *পৌরসভায়* শহর পর্যায়ে ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠনের জন্য একটি অফিস-আদেশ জারী করেছে। মন্ত্রণালয়টি নারী ও দরিদ্র মানুষসহ স্টেকহোল্ডার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউজিআইআইপির কৌশল অনুসারে কমিটিগুলোকে কার্যকর করছে।

লব্ধ শিক্ষা

বাংলাদেশে *পৌরসভাগুলি* যেভাবে পরিচালিত হয় ইউজিআইআইপি তাতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। সম্পদশালী ও বস্তিতে বসবাসকারী — সবধরণের মানুষেরই এখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষনে মতামত দেয়ার সুযোগ আছে। ইউজিআইআইপি´র সহায়তাপ্রাপ্ত *পৌরসভাগুলোতে* নগর পরিচালনের এই দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এখন ইউজিআইআইপির অধীন নয় এমন অনেক *পৌরসভাই* অনুসরণ করছে।

আবীর আবদুল্লাহ

ইউজিআইআইপি´র অধীনে টঙ্গী *পৌরসভা* কর্তৃক নির্মিত একটি নতুন সেতু।

ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভি ও আজমত উল্লাহ খানের মতে, ``এই নতুন চর্চা থেকে সরে আসা এবং কমিউনিটিকে দূরে সরিয়ে রাখা এখন কঠিন হবে। এই নতুন ব্যবস্থা একটি অন্তঃস্থায়ী শক্তি অর্জন করেছে, যেটি এই ভাল কাজকে টেকসই করবে এবং নীতিনির্ধারকদের আরো কমিউনিটি-কেন্দ্রিক সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করবে।´´

ইউজিআইআইপি´র দুই ধাপের বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া মূল শিক্ষাগুলো নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

- ইউজিআইআইপির মূল অর্জন হলো এটি প্রমাণ করতে পারা যে, একটি পারফরমেন্স-ভিত্তিক প্রকল্পের পরিকল্পনা আসলেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যেটি পারফরমেন্স-ভিত্তিক প্রকল্প বিধিমালার প্রতি অংশগ্রহণকারী *পৌরসভাগুলির* সার্বিকভাবে সন্তোষজনক সাড়া প্রদানের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়েছে। অতএব, প্রকল্প বিধিমালার অবকাঠামোগত অনুবিধি থেকে পরিচালনাকেন্দ্রিক অবকাঠামোগত অনুবিধিতে রূপান্তর সত্যিই সম্ভব ও আকাঙ্খিত। সরকারের নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আর্থিক সম্পর্কে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

- পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরিচালন প্রক্রিয়ার উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করা। *পৌরসভাগুলিতে* আগে থেকেই সম্পদ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এসব ক্ষেত্রে নগর পরিচালন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের নকশা ছিল উদ্ভাবনমূলক। স্টেকহোল্ডাররা পরিচালন প্রক্রিয়ার মাইলফলকগুলো মেনে নেন এবং কেউ কেউ এগুলোকে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের একটি সুযোগ হিসেবে সাদরে বরণ করেন।

আবীর আবদুল্লাহ

ফরিদপুর মেয়র শেখ মাহতাব আলি মিঠু একটি ড্রেনের নির্মাণকাজ দেখছেন।

- সরকার পরিচালিত অবকাঠামো বন্দোবস্তে ভাল মানের ও সময়োপযোগী সক্ষমতা সৃষ্টিকারী ইনপুটের দরকার ছিল। এছাড়া এটাও দেখা যায় যে, সক্ষমতা উন্নয়নে গোড়ার দিকেই মনোনিবেশ করলে *পৌরসভাগুলোর* প্রস্তুতিতে বেশ ভালরকম সাহায্য হয়।

- অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এটা প্রমাণ করে যে, সংক্ষিপ্ত সময়ে *পৌরসভাগুলোর* পক্ষে যেকোনো নতুন ধরণের চর্চার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব। এটা কঠিন কাজ ছিল না তা নয়, কিন্তু *পৌরসভাগুলি* অনেক ক্ষেত্রেই কাজগুলি শেষ করতে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে।

- *পৌরসভার* পারফরমেন্স সেইসব ক্ষেত্রে বিশেষ রকম ভাল ও দীর্ঘস্থায়ী যেখানে সূচকগুলি ছিল বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার বিষয়ে যথার্থ নির্দেশক। যেমন, *পৌরসভা* ও প্রকল্পের পারফরমেন্স মূল্যায়নকারী — দুই দলের জন্যই আর্থিক পদক্ষেপগুলো অনুধাবন ও পরিমাপ করা সহজ ছিল। এটিতে একইসঙ্গে এই পরামর্শ পাওয়া যায় যে, পারফরমেন্সের মাইলফলকগুলোকে যথাসম্ভব আউটপুট-ভিত্তিক করা উচিত।

- *পৌরসভাগুলো* ওইসব ক্ষেত্রে বেশি দায়িত্ব ও আগ্রহ দেখায় যেখানে স্থানীয় জনগণের চোখে তাদের মূল কর্মকাণ্ডের বৈধতা ও কর্মসাফল্য অপেক্ষাকৃত দ্রুত আসে। যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য ততটা দৃশ্যমান নয় সেসব ক্ষেত্রে তারা কম উৎসাহী। যেমন, টিএলসিসি সভা আহ্বান একটি বড় ধরণের কাজ, যেটি সহজেই *পৌরসভা* নেতৃত্বের নজর কাড়ে। অন্যদিকে, সুসম উন্নয়ন পরিকল্পনায় বেজ ম্যাপের অপরিসীম গুরুত্ব থাকলেও নেতারা এটি তৈরির ব্যাপারে ততটা যত্নশীল নন।

ইউজিআইআইপি থেকে পাওয়া শিক্ষার সারমর্ম করতে গিয়ে এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মো. নুরুল্লাহ বলেন, ``এই ধারণাটির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ, *পৌরসভা* কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজ, ও নগরের বাসিন্দাদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতার কারনে এটি এরই মধ্যে নগর উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যেসব বিষয় এই প্রকল্পকে সুন্দর সাফল্য এনে দিয়েছে সেগুলি হলো পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নাগরিকদের অংশগ্রহণ, এবং টেকসই হওয়ার ক্ষমতা। স্বভাবতই, বাংলাদেশের মতো সংস্কৃতি আছে যেসব ঘনবসতিপূর্ণ দেশে সেখানে এই মডেল অনুকরণ করা যায়।´´

সমাপ্তি মন্তব্য

এই প্রকল্পেও চ্যালেঞ্জের কমতি নেই। পারফরমেন্স-ভিত্তিক কৌশল যখন *পৌরসভাগুলোকে* নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রতিযোগিতামূলক করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছে তখন এই পুস্তিকার জন্য দেয়া সাক্ষাৎকারে মেয়ররা বলেন, এই গতি ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে, বিশেষ করে বিদেশি সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে।

তবে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পের লাভ সন্দেহাতীত। যেমন, পনের বছর বয়সে নতুন বিয়ে করে নারায়নগঞ্জ *পৌরসভার* বস্তিতে আসা সূর্য মনি, এখন যার বয়স ৯০ বছর, বলেন;

> আমার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি এখনও মনে করতে পারি যেদিন আমি প্রথম কনে হিসেবে এখানে আসি। সেটি ছিল বৃষ্টির দিন এবং কাদা-পানিতে রাস্তা ভেসে যাচ্ছিল। আমি যাতে বিয়ের প্রথাগত আচারগুলি পালনের জন্য দাঁড়াতে পারি সেজন্য একটি শুকনো জায়গা খুঁজে বের করা আমার শ্বশুরপক্ষের মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল।

তার বস্তিতে ইউজিআইআইপি-১ আসার আগে মনি এবং অন্যান্য বস্তিবাসীদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সংগ্রহ করা ছিল একটি বেশ কঠিন কাজ। এমনকি তার ৮৯ বছর বয়সেও কাপড়-চোপড় ও থালা-বাটি ধোয়ার জন্য মনি বাধ্য হতেন অনেকখানি হেঁটে গিয়ে তার বস্তির পাশ দিয়ে যাওয়া খাল থেকে পানি আনতে। খাবার পানির জন্য তিনি তার ছেলেমেয়েদেরকে পাঠাতেন কয়েক ব্লক দুরের নলকূপে, যেটি কিনা ছিল নিরাপদ পানির একমাত্র উৎস।

সম্প্রতি *পৌরসভা* কাউন্সিল বস্তিটিতে উন্নয়নের জন্য ইউজিআইআইপি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার আগ পর্যন্তও মনি তার ১৬ ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনী নিয়ে ময়লা-আবর্জনাময় এক ঝুপড়িতে থাকতেন। বস্তিতে থাকা মানুষ যেন নিয়মিত নিরাপদ খাবার পানি পান সেটি নিশ্চিত করতে এই *পৌরসভায়* একজন স্থায়ী বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা আছেন। মনি বলেন,

> আমি সেসব দিনগুলি ভুলে যেতে চাই। *পৌরসভার* লোকজন যে নলকূপগুলো স্থাপন করেছেন সেখান থেকে খাবার পানি পেয়ে আমরা আজ খুশী। আগে খালের দুষিত পানি পান করে আমাদের প্রায়ই ডায়রিয়া, টাইফয়েড এবং জন্ডিস হতো। এখন আমরা নলকূপের পানি পান করি, এবং এমন রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ সচরাচর আর দেখা যায় না।

বাংলাদেশের নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প
কমিউনিটি-পরিচালিত উন্নয়ন কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়

অপ্রতুল সম্পদের পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে; এবং কমিউনিটি-পরিচালিত উন্নয়নের সাধারন কৌশল ব্যবহার করে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের দ্রুতবর্ধমান নগর-জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধণশীল অবকাঠামো ও সেবার চাহিদা পূরণে অবদান রেখেছে। এই পুস্তিকায় প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং *পৌরসভা* ও সেখানে বসবাসরত মানুষের জীবনে প্রকল্প কীভাবে প্রভাব ফেলছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কীভাবে এডিবি-প্রণীত পারফরমেন্স-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ কৌশল সেবা-প্রদানে পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে, এবং বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদেরকে কীভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে তা এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পরিচিতি

এডিবির রূপকল্প হলো দারিদ্র্যমুক্ত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। এডিবির মিশন হলো এর উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলিতে দারিদ্র্য কমানো এবং তাদের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে সাহায্য করা। অনেক সাফল্য সত্ত্বেও এ অঞ্চলে আজও বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের বাস। এডিবি অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগতভাবে টেকসই প্রবৃদ্ধি, ও আঞ্চলিক সংহতির মাধ্যমে এই দারিদ্র্য হ্রাসে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এডিবির সদর দপ্তর ম্যানিলায়। এর মালিকানা ৬৭টি দেশের, যাদের ৪৮টি এই অঞ্চলেরই দেশ। উন্নয়নশীল সদস্যদেশগুলিকে এডিবির সাহায্যের হাতিয়ার হলো নীতি সংলাপ, ঋণ, ইক্যুইটি বিনিয়োগ, গ্যারান্টি, মঞ্জুরি ও কারিগরি সহায়তা।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
৬ এডিবি এভিনিউ, মান্দালুইয়ং সিটি
১৫৫০ মেট্রো ম্যানিলা, ফিলিপিনস
www.adb.org
প্রকাশনা স্টক নম্বর ARM124937

আগস্ট ২০১২

ফিলিপাইনে মুদ্রিত